(চ) ক, য-এর দখলে থাকা গৃহের মধ্যে কোন টেবিলের উপর য-এর একটি আংটি দেখিতে পায়। এস্থলে, ঐ আংটি য-এর দখলে রহিয়াছে এবং যদি ক উহা অসাধুভাবে অপসারিত করে, তাহা হইলে ক চুরি সংঘটিত করে।

(ছ) ক রাজপথের উপর একটি আংটি পড়িয়া আছে দেখিতে পায়, যাহা কোন ব্যক্তির দখলে নাই। ক, উহা লইয়া, কোন চুরি সংঘটিত করে না, যদিও সে সম্পত্তির আপরাধিক আত্মসাৎ সংঘটিত করিয়া থাকিতে পারে।

(জ) ক য-এর গৃহের মধ্যে কোন টেবিলের উপর য কর্তৃক একটি আংটি পড়িয়া থাকিতে দেখে। তল্লাশি ও ধরা পড়ার ভয়ে ঐ আংটি তৎক্ষণাৎ আত্মসাৎ করিবার ঝুকি না লইয়া ক ঐ আংটি, যেখানে উহা য-এর দৃষ্ট হওয়া প্রায় অসম্ভাব্য এরূপ কোন স্থানে এই অভিপ্রায়ে লুকাইয়া রাখে যে, যখন ঐ ক্ষতি বিষয়ে বিস্মৃত হইবে তখন সে ঐ লুকানো স্থান হইতে ঐ আংটি লইবে ও বিক্রয় করিবে। এস্থলে, ক ঐ আংটিটি প্রথমবার সরানোর সময়ই চুরি সংঘটিত করে।

(ঝ) ক তাহার ঘড়ি জনৈক জহুরী য-এর নিকট সময় নিয়মিত করানোর জন্য অর্পণ করে। য উহা তাহার দোকানে লইয়া যায়। ক ঐ জহুরীর নিকট এরূপ কোন ঋণে ঋণী ছিল না যাহাতে ঐ জহুরী প্রতিভূতি হিসাবে ঐ ঘড়ি বিধিসম্মতভাবে আটক করিতে পারে। ক প্রকাশ্যভাবে ঐ দোকানে প্রবেশ করে, য-এর হাত হইতে তাহার নিজের ঘড়ি বলপূর্বক কাড়িয়া লয় এবং উহা লইয়া চলিয়া যায়। এস্থলে, ক যদিও আপরাধিক অনধিকার প্রবেশ ও অভ্যাঘাত সংঘটিত করিয়া থাকিতে পারে; তথাপি সে চুরি সংঘটিত করে নাই, যেহেতু সে যাহা করিয়াছে তাহা অসাধুভাবে করা হয় নাই।

(ঞ) যদি ক ঐ ঘড়ি মেরামতের জন্য য-এর নিকট অর্থে ঋণী থাকে এবং যদি য ঐ ঋণের জন্য প্রতিভূতি হিসাবে ঘড়িটি বিধিসম্মতভাবে আটকাইয়া রাখে এবং যদি ক ঐ ঘড়ি য-এর দখল হইতে তাহার ঋণের জন্য প্রতিভূতি স্বরূপ ঐ সম্পত্তি হইতে য-কে বঞ্চিত করিবার অভিপ্রায়ে লইয়া থাকে, তাহা হইলে, সে চুরি সংঘটিত করে, যেহেতু সে উহা অসাধুভাবে লইয়াছে।

(ট) পুনরায়, যদি ক তাহার ঘড়িটি য-এর নিকট বন্ধক রাখিয়া, ঘড়িটির বদলে যাহা সে ধার করিয়াছিল তাহা প্রদান না করিয়া, য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে উহা য-এর দখল হইতে লইয়া যায়, তাহা হইলে, ঘড়িটি তাহার নিজস্ব সম্পত্তি হইলেও, যেহেতু সে উহা অসাধুভাবে লইয়াছে অতএব সে চুরি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঠ) ক য-এর কোন দ্রব্য, য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে, ততক্ষণ পর্যন্ত রাখিয়া দিবার অভিপ্রায়ে লয় যতক্ষণ না সে উহা প্রত্যপর্ণের জন্য পারিতোষিক হিসাবে অর্থ লাভ করে। এস্থলে, যেহেতু ক অসাধুভাবে লইয়াছে, অতএব ক চুরি সংঘটিত করিয়াছে।

(ড) ক, য-এর সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকায়, য-এর অনুপস্থিতিতে য-এর গ্রন্থাগারে যায় এবং য-এর ব্যক্ত সম্মতি ব্যতিরেকে একটি পুস্তক, শুধুমাত্র উহা পড়িবার উদ্দেশ্যে, এবং উহা ফেরৎ দিবে এই অভিপ্রায়ে, লইয়া যায়। এস্থলে, ইহা সম্ভাব্য যে ক ধারণা করিয়া থাকিতে পারে যে য-এর পুস্তক ব্যবহার করিবার জন্য য-এর বিবক্ষিত সম্মতি, সে পাইয়াছে। যদি ইহাই ক-এর মনোভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ক চুরি সংঘটিত করে নাই।

(ঢ) ক য-এর স্ত্রীর নিকট হইতে দান চাহে। ঐ স্ত্রী ক-কে অর্থ, খাদ্য ও বস্ত্র দেয়, যাহা তাহার স্বামী য-এর বলিয়া ক জানে। এস্থলে, ইহা সম্ভাব্য যে ক ধারণা করিতে পারে যে য-এর স্ত্রী ভিক্ষা প্রদান করিতে প্রাধিকৃত। যদি ইহাই ক-এর মনোভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ক চুরি সংঘটিত করে নাই।

(ণ) ক য-এর স্ত্রীর উপপতি। ঐ স্ত্রী ক-কে কোন মূল্যবান সম্পত্তি দেয় যাহা তাহার স্বামী য-এর বলিয়া ক জানে এবং উহা এরূপ সম্পত্তি বলিয়া সে জানে যাহা প্রদান করিতে য-এর নিকট হইতে ঐ স্ত্রী কোন প্রাধিকার পায় নাই। যদি ক ঐ সম্পত্তি অসাধুভাবে লয়, তাহা হইলে, সে চুরি সংঘটিত করে।

(ত) ক, সরল বিশ্বাসে, য-এর সম্পত্তি ক-এরই নিজস্ব সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া সেই সম্পত্তি খ-এর দখল হইতে লইয়া লয়। এস্থলে, যেহেতু ক অসাধুভাবে লয় নাই, অতএব সে চুরি সংঘটিত করে নাই।

৩৭৯। **চুরির জন্য দণ্ড**—যেকেহ চুরি সংঘটিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৮০। **আবাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি**—যেকেহ, যে ভবন, তাঁবু বা জলযান কোন মনুষ্য-আবাস হিসাবে ব্যবহৃত হয় অথবা সম্পত্তির অভিরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়, এরূপ কোন ভবন, তাঁবু বা জলযানে চুরি সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৮১। **করণিক বা কৃত্যকারী কর্তৃক প্রভুর দখলাধীন সম্পত্তি চুরি**—যেকেহ কোন করণিক বা কৃত্যকারী হইয়া অথবা করণিক বা কৃত্যকারীর পদসামর্থ্যে নিয়োজিত হইয়া তাহার প্রভু বা নিয়োগকর্তার দখলাধীন কোন সম্পত্তি সংক্রান্ত চুরি সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যে-কোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৮২। **চুরি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে, মৃত্যু, আঘাত বা অভিরোধ ঘটানোর প্রস্তুতি লওয়ার পর চুরি**—যেকেহ, চুরি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে অথবা চুরি সংঘটিত করিবার পর তাহার পলায়ন কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে অথবা চুরি দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি ধরিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত বা অভিরোধ ঘটানোর অথবা মৃত্যুর, আঘাতের বা অভিরোধের ভয় ঘটানোর প্রস্তুতি লইয়া, ঐ চুরি সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, য-এর দখলাধীন সম্পত্তিতে চুরি সংঘটিত করে ; এবং এই চুরি সংঘটিত করিবার কালে তাহার পোষাকের ভিতর একটি গুলিভর্তি পিস্তল থাকে যাহা য প্রতিরোধ করিলে য-কে আঘাত করিবার প্রয়োজনর্থে রক্ষিত থাকে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক তাহার বিভিন্ন সঙ্গীকে য-এর নিকট এই উদ্দেশ্যে মোতায়েন করিয়া য-এর পকেট মারে যে, যদি ক কী ঘটিতেছে তাহা বুঝিতে পারে এবং প্রতিরোধ করে বা ক-কে সংযোগ করিবার প্রচেষ্টা করে, তাহা হইলে, তাহারা য-কে অভিরোধ করিতে পারিবে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

বলপূর্বক-আদায় বিষয়ে

৩৮৩। **বলপূর্বক-আদায়**—যেকেহ সাভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির বা অন্য কাহারও কোন হানি হইবার ভয় পাওয়ায় এবং তদ্বারা এরূপে ভয় পাওয়া ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি অথবা কোন মূল্যবান প্রতিভূতিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে এরূপ স্বাক্ষরিত বা শীলমোহরাঙ্কিত কোন কিছু কোন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিবার জন্য অসাধুভাবে প্ররোচিত করে, সে "বলপূর্বক আদায়" সংঘটিত করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক এরূপ ভীতি প্রদর্শন করে যে য উহাকে অর্থ না দিলে সে য সম্পর্কে মানহানিকর অপবাদ লিখন প্রকাশ করিবে। সে তাহাকে অর্থ দিবার জন্য এইরূপে য-কে প্ররোচিত করে। ক বলপূর্বক আদায় সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক, য-কে ভীতি প্রদর্শন করে যে সে য-এর সন্তানকে অন্যান্য পরিরোধে রাখিবে যদি না য ক-কে নির্দিষ্ট কিছু অর্থ প্রদান করিবে বলিয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়া একটি বচনপত্র স্বাক্ষরিত করে ও ক-কে তাহা অর্পণ করে। য ঐ বচনপত্র স্বাক্ষরিত করে ও অর্পণ করে। ক বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করে যে সে য-এর ক্ষেতে লাঙ্গল চষিতে লাঠিয়াল পাঠাইবে যদি না য নির্দিষ্ট উপজাত দ্রব্য খ-এর নিকট অর্পণ করিতে নিজেকে শাস্তি স্বরূপ আবদ্ধ করিয়া একটি বন্ধপত্র স্বাক্ষরিত করে ও খ-কে অর্পণ করে এবং ক এতদ্বারা য-কে একটি বন্ধপত্র স্বাক্ষরিত করিতে ও অর্পণ করিতে প্ররোচিত করে। ক বলপূর্বক আদায় সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) ক, য-কে গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়াইয়া তাহাকে কোন সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিতে বা তাহার শীলমোহরের ছাপ দিতে এবং উহা ক-কে অর্পণ করিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। য ঐ কাগজে স্বাক্ষর করে ও উহা ক-কে অর্পণ করে। এস্থলে, যেহেতু ঐরূপে স্বাক্ষরিত কাগজ কোন মূল্যবান প্রতিভূতিতে রূপান্তরিত করা যাইতে পারে, অতএব ক বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করিয়াছে।

৩৮৪। **বলপূর্বক-আদায়ের জন্য দণ্ড**—যেকেহ বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৮৫। **বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে হানির ভয় পাওয়ানো**—যেকেহ বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে কোন হানির ভয় পাওয়ায় বা কোন ব্যক্তিকে কোন হানির ভয় পাওয়াইবার প্রচেষ্টা করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৩৮৬। **কোন ব্যক্তিকে, মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়াইয়া বলপূর্বক-আদায়**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির বা অন্য কাহারও মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়াইয়া বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৮৭। **বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়ানো**—যেকেহ বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির বা অন্য কাহারও মৃত্যু বা গুরুতর আঘাতের ভয় পাওয়ায় ও ভয় পাওয়াইবার প্রচেষ্টা করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৮৮। **মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাবাস ইত্যাদিতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধের অভিযোগকরণের ভীতিপ্রদর্শন দ্বারা বলপূর্বক-আদায়**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির বা অন্য কাহারও বিরুদ্ধে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের বা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টার অভিযোগকরণের অথবা ঐরূপ অপরাধ সংঘটিত করিবার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে প্ররোচিত করিবার প্রচেষ্টার অভিযোগকরণের ভয় পাওয়াইয়া বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে এবং, ঐ অপরাধ এই সংহিতার ৩৭৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ হইলে, যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হইতে পারিবে।

৩৮৯। **বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে, কোন ব্যক্তিকে অপরাধের অভিযোগকরণের ভয় পাওয়ানো**—যেকেহ বলপূর্বক-আদায় সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তিকে ঐ ব্যক্তির বা অন্য কাহারও বিরুদ্ধে মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের বা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টার অভিযোগকরণের ভয় পাওয়ায়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে এবং, ঐ অপরাধ এই সংহিতার ৩৭৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইলে, যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডিত হইতে পারিবে।

দস্যুতা ও ডাকাতি বিষয়ে

৩৯০। **দস্যুতা**—সকল দস্যুতার মধ্যে হয় চুরি না হয় বলপূর্বক-আদায় থাকে

যখন চুরি দস্যুতা হয়—চুরি "দস্যুতা" হয় যদি ঐ চুরি সংঘটনের উদ্দেশ্যে বা ঐ চুরি সংঘটনে বা ঐ চুরি দ্বারা লব্ধ সম্পত্তি লইয়া যাইবার সময় বা লইয়া যাইবার প্রচেষ্টায় অপরাধী তদুদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত বা অন্যায় অভিরোধ অথবা তাৎক্ষণিক মৃত্যুর বা তাৎক্ষণিক আঘাতের বা তাৎক্ষণিক অন্যায় অভিরোধের ভয় ঘটায় বা ঘটাইবার প্রচেষ্টা করে।

যখন বলপূর্বক-আদায় দস্যুতা হয়—বলপূর্বক-আদায় দস্যুতা হয় যদি ঐ বলপূর্বক-আদায় সংঘটনকালে অপরাধকারী ভয়-পাওয়া ব্যক্তির সান্নিধ্যে থাকে এবং ঐ ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির তাৎক্ষণিক মৃত্যু বা তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অন্যায় অভিরোধের ভয় পাওয়াইয়া বলপূর্বক-আদায় সংঘটিত করে এবং ঐরূপে ভয় পাওয়াইয়া ঐরূপ ভয়-পাওয়া ব্যক্তিকে বলপূর্বক-আদায় করা বস্তু সঙ্গে সঙ্গে সেখানেই অর্পণ করিবার জন্য প্ররোচিত করে।

ব্যাখ্যা—অপরাধী উপস্থিত আছে বলা হয় যদি সে ঐ অন্য ব্যক্তিকে তাৎক্ষণিক মৃত্যু, তাৎক্ষণিক আঘাত বা তাৎক্ষণিক অন্যায় অভিরোধের ভয় পাওয়াইতে পর্যাপ্তরূপে নিকটে থাকে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-কে চাপিয়া ধরে এবং য-এর পোষাক হইতে য-এর অর্থ ও রত্ন য-এর সম্মতি ব্যতিরেকে প্রতারণাপূর্বক লয়। এস্থলে, ক চুরি সংঘটিত করিয়াছে এবং ঐ চুরি সংঘটনের উদ্দেশ্যে স্বেচ্ছাকৃতভাবে য-এর প্রতি অন্যায় অভিরোধ ঘটাইয়াছে। অতএব ক দস্যুতা সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক রাস্তায় য-কে দেখে, একটি পিস্তল দেখায় এবং য-এর মনিব্যাগ দাবি করে। পরিণামে, ক তাহার মনিব্যাগ সমর্পণ করে। এস্থলে, ক য-কে তাৎক্ষণিক আঘাতের ভয় পাওয়াইয়া তাহার নিকট হইতে মনিব্যাগ বলপূর্বক-আদায় করিয়াছে এবং বলপূর্বক-আদায় সংঘটনকালে সে উহার সান্নিধ্যে থাকিয়াছে। অতএব ক দস্যুতা সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক রাস্তায় য ও য-এর সন্তানকে দেখে। ক ঐ সন্তানকে ধরে এবং এই ভীতি প্রদর্শন করে যে যদি না য তাহার মনিব্যাগ অর্পণ করে, তাহা হইলে, সে উহাকে উঁচু জায়গা হইতে নিচে নিক্ষেপ করিবে। পরিণামে, য তাহার মনিব্যাগ অর্পণ করে। এস্থলে, ক সেখানে যে সন্তান উপস্থিত আছে তাহার তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ভয়ে য-কে ভীত করাইয়া য-এর নিকট হইতে ঐ মনিব্যাগ বলপূর্বক-আদায় করিয়াছে। অতএব ক য-এর উপর দস্যুতা সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) ক ইহা বলিয়া য-এর নিকট হইতে সম্পত্তি আদায় করে যে, "তোমার সন্তান আমার দলের হাতে আছে, এবং যদি না তুমি আমাদের দশ হাজার টাকা প্রেরণ কর, তাহা হইলে, তাহাকে মারিয়া ফেলা হইবে।" ইহা বলপূর্বক-আদায় এবং ঐরূপেই দণ্ডনীয় ; কিন্তু ইহা দস্যুতা হয় না যদি না য-কে তাহার সন্তানের তাৎক্ষণিক মৃত্যুর ভয় পাওয়ানো হয়।

৩৯১। ডাকাতি—যখন পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে কোন দস্যুতা সংঘটিত করে বা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা করে তখন অথবা যেক্ষেত্রে যত জন ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে কোন দস্যুতা সংঘটিত করে বা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা করে তাহারা এবং যাহারা উপস্থিত থাকে ও ঐরূপ সংঘটনে বা প্রচেষ্টায় সাহায্য করে তাহারা সকলে সংখ্যায় পাঁচ বা ততোধিক হয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ সংঘটনকারী, প্রচেষ্টাকারী বা সাহায্যকারী প্রত্যেক ব্যক্তি, "ডাকাতি" সংঘটিত করে বলা হয়।

৩৯২। দস্যুতার জন্য দণ্ড—যেকেহ দস্যুতা সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ; এবং যদি ঐ দস্যুতা রাজপথে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যে সংঘটিত হয়, তাহা হইলে, ঐ কারাবাস চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে।

৩৯৩। দস্যুতা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা—যেকেহ দস্যুতা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৯৪। দস্যুতা সংঘটনে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটানো—যদি কোন ব্যক্তি দস্যুতা সংঘটনে বা দস্যুতা সংঘটনের প্রচেষ্টায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত ঘটায়, তাহা হইলে, ঐ ব্যক্তি এবং ঐরূপ দস্যুতা সংঘটনে বা দস্যুতা সংঘটনের প্রচেষ্টায় যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট অন্য কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৯৫। ডাকাতির জন্য দণ্ড—যেকেহ ডাকাতি সংঘটিত করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৯৬। হত্যা সহ ডাকাতি—যদি যে পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে ডাকাতি সংঘটিত করিতেছে তাহাদের যেকোন একজন ঐরূপে ডাকাতি সংঘটনে হত্যা সংঘটিত করে, তাহা হইলে, ঐ সকল ব্যক্তির প্রত্যেকেই মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৩৯৭। **মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানোর প্রচেষ্টা সহ দস্যুতা বা ডাকাতি**—যদি দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটিত করিবার সময় অপরাধকারী কোন মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহার করে বা কোন ব্যক্তির গুরুতর আঘাত ঘটায় বা কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাইবার প্রচেষ্টা করে তাহা হইলে যে কারাবাসে ঐ অপরাধকারী দণ্ডিত হইবে তাহা সাত বৎসরের কম হইবে না।

৩৯৮। **মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত অবস্থায় দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা**—যদি দস্যুতা বা ডাকাতি সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টার সময় অপরাধকারী কোন মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত থাকে, তাহা হইলে, যে কারাবাসে ঐ অপরাধকারী দণ্ডিত হইবে তাহা সাত বৎসরের কম হইবে না।

৩৯৯। **ডাকাতি সংঘটিত করিবার জন্য প্রস্তুতি লওয়া**—যেকেহ ডাকাতি সংঘটনের জন্য কোন প্রস্তুতি লয়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪০০। **ডাকাতের দলে থাকিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ, এই আইন গৃহীত হইবার পর কোনও সময়ে, এরূপ ব্যক্তিগণের দলে থাকিবে যাহারা অভ্যাসতঃ ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪০১। **চোরের দলে থাকিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ, এই আইন গৃহীত হইবার পর কোনও সময়ে, এরূপ ভ্রাম্যমাণ বা অন্যবিধ ব্যক্তির দলে থাকিবে যাহারা অভ্যাসতঃ চুরি বা দস্যুতা সংঘটনের উদ্দেশ্যে সহযুক্ত হয় এবং সেই দল ঠগ বা ডাকাতের দল না হয়, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪০২। **ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া**—যেকেহ, এই আইন গৃহীত হইবার পর কোনও সময়ে, ডাকাতি সংঘটনের উদ্দেশ্যে সমবেত পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির একজন হইবে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

সম্পত্তির আপরাধিক আত্মসাৎ বিষয়ে

৪০৩। **সম্পত্তির অসাধু আত্মসাৎ**—যেকেহ, কোন অস্থাবর সম্পত্তি আসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা তাহার নিজের ব্যবহারে পরিবর্তিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, য-এর সম্পত্তি য-এর দখল হইতে সরল বিশ্বাসে এই বিশ্বাস করিয়া লয় যে, যে সময়ে সে উহা লয় তখন ঐ সম্পত্তি তাহারই ছিল। ক চুরির জন্য দোষী নহে ; কিন্তু যদি ক তাহার ভুল জানিতে পারিবার পর, ঐ সম্পত্তি তাহার নিজের ব্যবহারে অসাধুভাবে উপযোজিত করে, তাহা হইলে, সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

(খ) ক, য-এর সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকায়, য-এর অনুপস্থিতিতে য-এর গ্রন্থাগারে যায় এবং য-এর ব্যক্ত সম্মতি ব্যতিরেকে কোন পুস্তক লইয়া যায়। এস্থলে, যদি ক-এর এরূপ মনোভাব থাকিত যে সে ঐ পুস্তক পড়িবার জন্য উহা লইতে য-এর বিবক্ষিত সম্মতি পাইয়াছিল, তাহা হইলে, ক চুরি সংঘটিত করে নাই। কিন্তু যদি ক পরবর্তীকালে ঐ পুস্তক তাহার নিজ হিতার্থে বিক্রয় করে, তাহা হইলে, সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

(গ) ক ও খ কোন ঘোড়ার যৌথ মালিক হওয়ায় ক ঐ ঘোড়া ব্যবহারের অভিপ্রায় করিয়া খ-এর দখল হইতে উহা লয়। এ স্থলে, যেহেতু ক-এর ঐ ঘোড়া ব্যবহার করিবার অধিকার আছে, অতএব সে অসাধুভাবে উহা আত্মসাৎ করে নাই। কিন্তু যদি ক ঐ ঘোড়া বিক্রয় করে এবং সমগ্র আগম তাহার নিজের ব্যবহারে উপযোজিত করে, তাহা হইলে সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

ব্যাখ্যা ১—অসাধু আত্মসাৎ কেবল কিছু সময়ের জন্য হইলেও তাহা এই ধারার অর্থে আত্মসাৎ হয়।

দৃষ্টান্ত

ক য-এর কোন সরকারী বচনপত্র পায়, যাহাতে একটি ফাঁকা পৃষ্ঠাঙ্কন ছিল। ক ঐ বচনপত্র য-এর জানিয়া উহা কোন ঋণের জন্য প্রতিভূতি হিসাবে কোন ব্যাঙ্কারের নিকট এই অভিপ্রায়ে বন্ধক রাখে যে সে ভবিষ্যতে উহা য-কে প্রত্যর্পণ করিবে। ক এই ধারার অধীন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ২—যে ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির দখলাধীন নহে এরূপ কোন সম্পত্তি পায় এবং ঐ সম্পত্তির মালিকের জন্য উহা সংরক্ষিত করিবার বা উহার মালিককে উহা প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ঐ সম্পত্তি লয়, সে উহা অসাধুভাবে লয় না বা আত্মসাৎ করে না এবং কোন অপরাধের জন্য দোষী হয় না ; কিন্তু সে উপরে পরিভাষিত অপরাধের জন্য দোষী হয় যদি সে ঐ সম্পত্তির মালিককে জানিয়াও বা খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায় থাকিতেও মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিবার যুক্তিসঙ্গত উপায় গ্রহণ করিবার ও তাহাকে নোটিশ প্রদান করিবার পূর্বেই এবং মালিককে উহা দাবি করিতে সমর্থ করিবার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত সময়ের জন্য ঐ সম্পত্তি রাখিয়া দিবার পূর্বেই, সেই সম্পত্তি নিজের ব্যবহারের জন্য উপযোজিত করে।

এরূপ কোন ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত উপায় কী বা যুক্তিসঙ্গত সময় কী তাহা তথ্যগত প্রশ্ন।

ইহা আবশ্যক নহে যে, প্রাপককে ইহা জানিতে হইবে কে ঐ সম্পত্তির মালিক বা কোন্ বিশেষ ব্যক্তি উহার মালিক ; ইহাই যথেষ্ট হইবে যদি সে উহা উপযোজিত করিবার সময় উহা তাহার নিজের সম্পত্তি বলিয়া বিশ্বাস না করে বা সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস না করে যে প্রকৃত মালিককে পাওয়া যাইবে না।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক রাস্তায় একটি টাকা পড়িয়া আছে দেখিতে পায়। ঐ টাকা কাহার তাহা সে জানে না। ক ঐ টাকা তুলিয়া লয়। এস্থলে, ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করে নাই।

(খ) ক পথে একটি পত্র পড়িয়া আছে দেখিতে পায় যাহার মধ্যে একটি ব্যাঙ্কনোট ছিল। ঐ পত্রে উল্লিখিত নির্দেশ ও বিষয়বস্তু হইতে সে জানিতে পারে ঐ নোট কাহার। সে ঐ নোট উপযোজিত করে। সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

(গ) ক একটি বাহক দেয় চেক পায়। যে ব্যক্তি ঐ চেক হারাইয়াছে তাহার সম্পর্কে সে কোন অনুমান করিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ চেক কাটিয়াছে তাহার নাম ঐ চেকে রহিয়াছে। ক ইহা জানে যে এই ব্যক্তি তাহাকে সেই ব্যক্তির নিকট পাঠাইতে পারে যে ব্যক্তির অনুকূলে ঐ চেক কাটা হইয়াছিল। ক উহার মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রচেষ্টা না করিয়া ঐ চেক উপযোজিত করে। সে এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

(ঘ) ক য-এর অর্থসমেত মনিব্যাগ পড়িয়া যাইতে দেখে। ক ঐ মনিব্যাগ য-এর নিকট প্রত্যর্পণ করিবার অভিপ্রায়ে উহা তুলিয়া লয়, কিন্তু তাহার পরে সে নিজের ব্যবহারে উহা উপযোজিত করে। ক এই ধারার অধীন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

(ঙ) ক অর্থসমেত একটি মনিব্যাগ পায়। সে জানে না যে ঐ মনিব্যাগ কাহার। তাহার পরে সে খুঁজিয়া বাহির করে যে উহা য-এর মনিব্যাগ, এবং উহা নিজের ব্যবহারে উপযোজিত করে। ক এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

(চ) ক একটি মূল্যবান আংটি পায়। সে জানে না যে ঐ আংটি কাহার। ক উহার মালিককে খুঁজিয়া বাহির করিবার প্রচেষ্টা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উহা বিক্রয় করে। ক এই ধারার অধীন অপরাধের জন্য দোষী হয়।

৪০৪। **যে সম্পত্তি মৃত্যুকালে প্রয়াত ব্যক্তির দখলে ছিল সেই সম্পত্তির অসাধু আত্মসাৎ**—যেকেহ, যে সম্পত্তি কোন প্রয়াত ব্যক্তির দখলে ঐ ব্যক্তি মৃত্যুর সময়ে ছিল এবং উহার দখল পাইবার বৈধরূপে অধিকারী কোন ব্যক্তির দখলে উহা তখনও পর্যন্ত আসে নাই, ইহা জানিয়াও সেই সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা নিজের ব্যবহারের জন্য পরিবর্তিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে এবং যদি ঐ অপরাধকারী প্রয়াত ঐ বক্তির মৃত্যুর সময়ে ঐ ব্যক্তি কর্তৃক কোন করণিক বা কৃত্যকারী রূপে নিয়োজিত থাকিত, তাহা হইলে, ঐ কারাবাস সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে।

দৃষ্টান্ত

য মারা যাইবার সময় তাহার দখলে আসবাবপত্র ও অর্থ ছিল। যে ব্যক্তি ঐ অর্থের দখল পাইবার অধিকারী তাহার দখলে ঐ অর্থ আসিবার পূর্বেই য-এর কৃত্যকারী ক তাহা অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ বিষয়ে

৪০৫। **আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ**—যেকেহ, সম্পত্তির বা সম্পত্তিতে কোন আধিপত্যের ন্যাস কোনও প্রণালীতে প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে বা নিজ ব্যবহারে পরিবর্তিত করে বা যে প্রকারে ঐ ন্যাস নির্বহন করিতে হইবে তাহা যে বিধিতে বিহিত আছে সেই বিধির কোন নির্দেশের বা ঐ ন্যাসের নির্বহনে যে ব্যক্ত বা বিবক্ষিত বৈধ সংবিদা সে করিয়াছে সেই বৈধ সংবিদার লঙ্ঘনে ঐ সম্পত্তি ব্যবহার করে বা উহার বিলিব্যবস্থা করে অথবা অন্য কোন ব্যক্তির ঐরূপ করা ইচ্ছাকৃতভাবে অবসহন করে, সে "আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ" সংঘটিত করে।

[১][**ব্যাখ্যা** [২][১—যে ব্যক্তি নিয়োগকর্তা হইয়া তৎসময়ে বলবৎ কোনও বিধির দ্বারা স্থাপিত কোন ভবিষ্য-নিধিতে বা পরিবার পেনশন নিধিতে জমা দিবার জন্য কর্মচারীর অভিদায় কর্মচারীকে প্রদেয় মজুরী হইতে বাদ দিয়া রাখে, সে তৎকর্তৃক ঐরূপে বাদ দেওয়া অভিদায়ের অর্থপরিমাণের ন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি সে উক্ত নিধিতে ঐরূপ অভিদায় প্রদানে উক্ত বিধির লঙ্ঘনে ব্যত্যয় করে, তাহা হইলে, সে যথা-পূর্বোক্ত বিধির কোন নির্দেশের লঙ্ঘনে উক্ত অভিদায়ের অর্থপরিমাণ অসাধুভাবে ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

[৩][**ব্যাখ্যা ২**—যে ব্যক্তি কোন নিয়োগকর্তা হইয়া কর্মচারী রাজ্যবীমা আইন, ১৯৪৮ (১৯৪৮-এর ৩৪)-এর অধীনে স্থাপিত কর্মচারী রাজ্যবীমা নিগম কর্তৃক ধৃত ও পরিচালিত কর্মচারী রাজ্যবীমা নিধিতে জমা দিবার জন্য কর্মচারীর অভিদায় কর্মচারীকে প্রদেয় মজুরী হইতে বাদ দিয়া রাখে, সে তৎকর্তৃক ঐরূপে বাদ দেওয়া অভিদায়ের অর্থপরিমাণের ন্যাস প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং যদি সে উক্ত নিধিতে ঐরূপ অভিদায় প্রদানে উক্ত আইনের লঙ্ঘনে ব্যত্যয় করে, তাহা হইলে, সে যথা-পূর্বোক্ত বিধির কোন নির্দেশের লঙ্ঘনে উক্ত অভিদায়ের অর্থপরিমাণ অসাধুভাবে ব্যবহার করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।]

দৃষ্টান্ত

(ক) ক, কোন মৃত ব্যক্তির উইলের নির্বাহক হইয়া, ঐ উইল অনুসারে সম্পত্তি ভাগ করিবার জন্য যে বিধি দ্বারা সে নির্দেশিত হয় সেই বিধি অসাধুভাবে অমান্য করে এবং ঐ সম্পত্তি নিজ ব্যবহারে উপযোজিত করে। ক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক একজন পণ্যাগাররক্ষক। য ভ্রমণে যাইবার সময় তাহার আসবাবপত্র ক-এর নিকট এই সংবিদা করিয়া ন্যস্ত করে যে ঐ পণ্যাগারে স্থানের জন্য কোন পরিনির্দিষ্ট অর্থাংক প্রদানের পর উহা প্রত্যর্পিত হইবে। ক অসাধুভাবে ঐ মাল বিক্রয় করে। ক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে।

১। ১৯৭৩-এর ৪০ আইন, ৯ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

২। ১৯৭৫-এর ৩৮ আইন, ৯ ধারা দ্বারা ব্যাখা ১ রূপে সংখ্যাত।

৩। ১৯৭৫-এর ৩৮ আইন, ৯ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(গ) কলিকাতাবাসী ক দিল্লীবাসী য-এর এজেন্ট। ক ও য-এর মধ্যে কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সংবিদা আছে যে য কর্তৃক ক-এর নিকট প্রেষিত সকল অর্থাংক য-এর নির্দেশ অনুসারে ক কর্তৃক বিনিয়োজিত হইবে। য, ক-কে এই নির্দেশ দিয়া এক লক্ষ টাকা প্রেষণ করে যে ক যেন ঐ টাকা কোম্পানির কাগজে বিনিয়োগ করে। ক অসাধুভাবে ঐ নির্দেশ অমান্য করে এবং ঐ অর্থ তাহার নিজের ব্যবসায়ে লাগায়। ক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) কিন্তু যদি অব্যবহিত পূর্বের দৃষ্টান্তে ক, ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের শেয়ার ধারণ করা য-এর পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হইবে, ইহা অসাধুভাবে নহে কিন্তু সরল বিশ্বাসে বিশ্বাস করিয়া য-এর নির্দেশ অমান্য করে এবং কোম্পানির কাগজ ক্রয় করিবার পরিবর্তে য-এর জন্য ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের শেয়ার ক্রয় করে, তাহা হইলে, এক্ষেত্রে যদিও বা য-কে হানি অবসহন করিতে হয় এবং ঐ ক্ষতির কারণে সে ক-এর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী মামলা আনয়ন করিবার অধিকারী হয় তথাপি, ক অসাধুভাবে কার্য করে নাই বলিয়া আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করে নাই।

(ঙ) জনৈক রাজস্ব আধিকারিক ক সরকারী অর্থের ন্যাস প্রাপ্ত হয় এবং যে সরকারী অর্থসমুদয় সে ধারণ করে তাহা কোন বিশেষ কোষাগারে প্রদান করিবার জন্য হয় বিধি দ্বারা নির্দেশিত হয় অথবা সরকারের সহিত ব্যক্ত বা বিবক্ষিত কোন সংবিদা দ্বারা আবদ্ধ হয়। ক ঐ অর্থ অসাধুভাবে উপযোজিত করে। ক অপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে।

(চ) জনৈক বাহক ক স্থলপথে বা জলপথে বহন করিবার জন্য সম্পত্তির ন্যাস য-এর নিকট হইতে প্রাপ্ত হয়। ক ঐ সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করে। ক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করিয়াছে।

৪০৬। **আপরাধিক ন্যাসভঙ্গের জন্য দণ্ড**—যেকেহ আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪০৭। **বাহক ইত্যাদি কর্তৃক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ**—যেকেহ কোন বাহক, ঘাটোয়াল বা পণ্যাগাররক্ষক হিসাবে কোন সম্পত্তির ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪০৮। **করণিক বা কৃত্যকারী কর্তৃক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ**—যেকেহ, কোন করণিক বা কৃত্যকারী হইয়া অথবা কোন করণিক বা কৃত্যকারীরূপে নিয়োজিত হইয়া, এবং ঐরূপ পদসামর্থ্যে সম্পত্তির বা সম্পত্তিতে কোন আধিপত্যের ন্যাস কোনও প্রণালীতে প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪০৯। **লোক কৃত্যকারী কর্তৃক অথবা ব্যাঙ্কার, বণিক বা এজেন্ট কর্তৃক আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ**—যেকেহ, কোন লোক কৃত্যকারীর পদসামর্থ্যে অথবা কোন ব্যাঙ্কার, বণিক, ফ্যাক্টর, দালাল, এ্যাটর্নি বা এজেন্টরূপে তাহার ব্যবসায়ের সূত্রে কোন সম্পত্তির বা সম্পত্তিতে কোন আধিপত্যের ন্যাস কোনও প্রণালীতে প্রাপ্ত হইয়া, ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

অপহৃত সম্পত্তি গ্রহণ বিষয়ে

৪১০। **অপহৃত সম্পত্তি**—যে সম্পত্তির দখল চুরি দ্বারা বা বলপূর্বক আদায় দ্বারা বা দস্যুতা দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা এবং যে সম্পত্তি আপরাধিকভাবে আত্মসাৎ করা হইয়াছে বা যে সম্পত্তি সম্পর্কে আপরাধিক ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত হইয়াছে তাহা, ভারতের মধ্যে বা বাহিরে যেখানেই ঐরূপ হস্তান্তর সম্পাদিত অথবা ঐরূপ আত্মসাৎ বা ন্যাসভঙ্গ সংঘটিত হইয়া থাকুক না কেন, "অপহৃত সম্পত্তি" রূপে আখ্যাত হইবে। কিন্তু যদি ঐরূপ সম্পত্তি পরবর্তীকালে এরূপ কোন ব্যক্তির দখলে আসে যে বৈধভাবে উহার দখলের অধিকারী, তাহা হইলে, উহা তখন আর অপহৃত সম্পত্তি থাকিবে না।

৪১১। **অপহৃত সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করা**—যেকেহ কোন অপহৃত সম্পত্তি, উহা যে অপহৃত সম্পত্তি তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, অসাধুভাবে গ্রহণ করে বা রাখিয়া দেয়, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪১২। **কোন সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করা যাহা কোন ডাকাতি সংঘটনে অপহৃত হইয়াছে**—যেকেহ কোন অপহৃত সম্পত্তির দখল যে ডাকাতি সংঘটনের দ্বারা হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, ঐ সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করে বা রাখিয়া দেয় অথবা কোন ব্যক্তি যে কোন ডাকাতের দলে আছে বা ছিল তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে সেই ব্যক্তির নিকট হইতে এমন সম্পত্তি অসাধুভাবে গ্রহণ করে যাহা অপহৃত বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪১৩। **অপহৃত সম্পত্তি লইয়া অভ্যাসত লেনদেন করা**—যেকেহ কোন সম্পত্তি যে অপহৃত সম্পত্তি তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, ঐ সম্পত্তি অভ্যাসত গ্রহণ করে বা লেনদেন করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪১৪। **অপহৃত সম্পত্তি গোপনকরণে সহায়তা করা**—যেকেহ যে সম্পত্তি অপহৃত সম্পত্তি বলিয়া সে জানে বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে তাহা গোপন করিতে বা তাহার বিলিব্যবস্থা করিতে বা তাহা সরাইয়া ফেলিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে সহায়তা করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ঠকানো বিষয়ে

৪১৫। **ঠকানো**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে প্রবঞ্চিত করিয়া ঐরূপে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে, কোন সম্পত্তি কাহাকেও অর্পণ করিতে বা কোন সম্পত্তি কেহ রাখিয়া দিবে এই সম্মতি দিতে, প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে প্ররোচিত করে, অথবা ঐরূপে প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে এরূপ কোন কিছু করিতে বা করণে অকৃতি করিতে সাভিপ্রায়ে প্ররোচিত করে যাহা ঐ ব্যক্তি ঐরূপে প্রবঞ্চিত না হইয়া থাকিলে করিত না বা করণে অকৃতি করিত না এবং যে কার্য বা অকৃতি ঐ ব্যক্তির শরীর, মন, খ্যাতি বা সম্পত্তির লোকসান বা অপহানি ঘটায় বা সম্ভাব্যত ঘটাইবে, সে "ঠকায়" বলা হয়।

ব্যাখ্যা—তথ্যের অসাধু গোপনকরণ এই ধারার অর্থে প্রবঞ্চনা হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক অসামরিক কৃত্যকে আছে বলিয়া মিথ্যা ভান করিয়া য-কে সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে এবং এইভাবে তাহাকে ধারে এরূপ মালপত্র দিতে য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে যাহার দাম দিবার ইচ্ছা তাহার নাই। ক ঠকায়।

(খ) ক কোন দ্রব্যের উপর মেকী চিহ্ন দিয়া য-কে এই বিশ্বাস করাইতে সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে যে ঐ দ্রব্য কোন বিখ্যাত উৎপাদকের দ্বারা প্রস্তুত এবং এইভাবে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে ও উহার জন্য মূল্য দিতে য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়।

(গ) ক য-কে কোন দ্রব্যের মিথ্যা নমুনা প্রদর্শনপূর্বক ঐ দ্রব্য যে ঐ নমুনাটির অনুরূপ ইহা বিশ্বাস করাইয়া সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে এবং তদ্দ্বারা ঐ দ্রব্য ক্রয় করিতে ও উহার মূল্য দিতে য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়।

(ঘ) ক কোন দ্রব্যের জন্য অর্থপ্রদানে, যে প্রতিষ্ঠানে ক-এর কোন অর্থ নাই তাহার উপর বিনিময়পত্র দিয়া ও ঐ বিনিময়পত্র অগ্রাহ্য হইবে বলিয়া আশা করিয়া, য-কে সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে এবং তদ্দ্বারা য-কে, ঐ দ্রব্যের জন্য অর্থ প্রদান করিবার অভিপ্রায় না করিয়া, উহা অর্পণ করিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়।

(ঙ) ক যে সকল দ্রব্য হীরক নহে বলিয়া জানে তাহা হীরক হিসাবে বাঁধা রাখিয়া য-কে সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে ও তদ্দ্বারা য-কে অর্থ ধার দিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়।

(চ) ক য-কে এই বিশ্বাস করাইয়া সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে যে য ক-কে যে অর্থ ধার দিবে ক সেই অর্থ পরিশোধ করিবার ইচ্ছা রাখে এবং তদ্দ্বারা তাহাকে অর্থ ধার দিবার জন্য য-কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ঐ অর্থ শোধ করিবার অভিপ্রায় ক-এর নাই। ক ঠকায়।

(ছ) ক য-কে এই বিশ্বাস করাইয়া সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে যে ক য-কে কিছু নীলগাছের চারা অর্পণ করিবার ইচ্ছা রাখে, যাহা অর্পণ করিবার অভিপ্রায় তাহার নাই, এবং তদ্দ্বারা য-কে ঐ অর্পণের আস্থার ভিত্তিতে অগ্রিম অর্থ প্রদান করিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়। কিন্তু যদি ক ঐ অর্থ পাইবার সময় ঐ নীলগাছের চারা অর্পণ করিবার অভিপ্রায় করিয়াও পরবর্তীকালে তাহার চুক্তিভঙ্গ করে ও উহা অর্পণ না করে, তাহা হইলে, সে ঠকায় না কিন্তু চুক্তি-ভঙ্গের জন্য কেবল দেওয়ানী মোকদ্দমার দায়িতাধীন হয়।

(জ) ক, য-এর সহিত কৃত সংবিদায় তাহার অংশ সম্পাদন না করিয়া, সেই অংশ সে সম্পাদিত করিয়াছে বলিয়া য-কে বিশ্বাস করাইয়া য-কে সাভিপ্রায়ে প্রবঞ্চিত করে এবং তদ্দ্বারা য-কে অর্থ প্রদান করিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক ঠকায়।

(ঝ) ক খ-কে কোন ভূসম্পত্তি বিক্রয় করে ও স্বত্বান্তরিত করে। ক ঐ বিক্রয়ের পরিণামে ঐ সম্পত্তির উপর তাহার কোন অধিকার নাই জানিয়াও ঐ ভূ-সম্পত্তি, উহা খ-কে পূর্বে বিক্রয় ও স্বত্বান্তরিত করা হইয়াছে এই তথ্য প্রকাশ না করিয়া, য-এর নিকট বিক্রয় করে বা বন্ধক রাখে এবং য-এর নিকট হইতে ক্রয় বা বন্ধক অর্থ গ্রহণ করে। ক ঠকায়।

৪১৬। **ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকানো**—কোন ব্যক্তি "ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকায়" বলা হয় যদি সে অন্য কোন ব্যক্তি বলিয়া ভান করিয়া বা জ্ঞানতঃ এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তির স্থলে প্রতিস্থাপিত করিয়া অথবা সে বা অন্য কোন ব্যক্তি যে প্রকৃতপক্ষে সে বা ঐ অন্য ব্যক্তি হইতে ভিন্ন কোন ব্যক্তি—এই প্রতিরূপণ করিয়া ঠকায়।

ব্যাখ্যা—যাহার ব্যক্তিরূপণ করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি প্রকৃতই হউক বা কাল্পনিকই হউক, ঐ অপরাধ সংঘটিত হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একই নামের কোন এক ধনী ব্যাঙ্কার বলিয়া ভান করিয়া ঠকায়। ক ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকায়।

(খ) খ একজন প্রয়াত ব্যক্তি। ক নিজেকে খ বলিয়া ভান করিয়া ঠকায়। ক ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকায়।

৪১৭। **ঠকানোর জন্য দণ্ড**—যেকেহ ঠকায়, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪১৮। **যে ব্যক্তির স্বার্থ সংরক্ষা করিতে অপরাধকারী বাধ্য সেই ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি হইতে পারে এই জ্ঞান লইয়া ঠকানো**—যেকেহ এই জ্ঞান লইয়া ঠকায় যে তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যতঃ এরূপ কোন ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি ঘটাইবে যাহার স্বার্থ যে লেনদেনের সহিত ঐ ঠকানো সম্পর্কিত, সেই লেনদেনে সংরক্ষা করিতে সে বিধি দ্বারা অথবা কোন বৈধ সংবিদা দ্বারা বাধ্য ছিল, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪১৯। **ব্যক্তিরূপণের দ্বারা ঠকানোর জন্য দণ্ড**—যেকেহ ব্যক্তিরূপণ দ্বারা ঠকায়, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২০। **ঠকানো এবং সম্পত্তি অর্পণে অসাধুভাবে প্ররোচিত করা**—যেকেহ ঠকায় এবং প্রবঞ্চিত ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা কোন সম্পত্তি কোন ব্যক্তির নিকট অর্পণ করিতে অথবা কোন মূল্যবান প্রতিভূতির, অথবা এরূপ কোন কিছু যাহা স্বাক্ষরিত বা শীলমোহরাঙ্কিত ও যাহা কোন মূল্যবান প্রতিভূতিতে রূপান্তরিত হইবার যোগ্য তাহার, সমগ্র বা যেকোন অংশ প্রস্তুত, পরিবর্তিত বা বিনষ্ট করিতে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

প্রতারণামূলক দলিল ও সম্পত্তি-বিলিব্যবস্থা বিষয়ে

৪২১। **উত্তমর্ণগণের মধ্যে বণ্টন নিবারণ করিবার জন্য সম্পত্তির অসাধু বা প্রতারণামূলক অপসারণ বা গোপনকরণ**—যেকেহ কোন সম্পত্তি অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক অপসারিত করে, গোপন করে বা কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করে অথবা পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতিরেকে কোন ব্যক্তিকে হস্তান্তরিত করে বা হস্তান্তরিত করায় এই অভিপ্রায় লইয়া যে তদ্দ্বারা সে তাহার উত্তমর্ণগণের মধ্যে বা অন্যান্য ব্যক্তির উত্তমর্ণগণের মধ্যে ঐ সম্পত্তির বিধি-অনুসারী বণ্টন নিবারণ করিতে পারিবে অথবা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে তদ্দ্বারা সে উহা নিবারণ করিবে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২২। **উত্তমর্ণগণের পক্ষে ঋণ প্রাপ্তিসাধ্য হওয়া অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক নিবারণ**—যেকেহ নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রাপ্য কোন ঋণ বা পাওনা তাহার ঋণ বা ঐ অন্য ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের জন্য বিধি অনুসারে প্রাপ্তিসাধ্য হওয়া অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক নিবারণ করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২৩। **প্রতিদানের মিথ্যা বিবরণ সংবলিত হস্তান্তর দলিলের অসাধু বা প্রতারণামূলক নিষ্পাদন**—যেকেহ এরূপ কোন দলিল বা সাধনপত্র যাহা কোন সম্পত্তি বা তৎস্থিত কোন স্বার্থ হস্তান্তর করে বলিয়া বা কোন প্রভারের অধীন করে বলিয়া তাৎপর্যিত এবং যাহা ঐ হস্তান্তর বা প্রভারের প্রতিদান সম্পর্কে, অথবা যে ব্যক্তির বা ব্যক্তিগণের ব্যবহারার্থে বা হিতার্থে উহা কার্যকর করা প্রকৃতপক্ষে অভিপ্রেত সেই ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ সম্পর্কে, কোন মিথ্যা বিবরণ সংবলিত তাহা অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক স্বাক্ষর করে, নিষ্পাদন করে বা উহার কোন পক্ষ হয়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২৪। **সম্পত্তির অসাধু বা প্রতারণামূলক অপসারণ বা গোপনকরণ**—যেকেহ অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক নিজের বা অপর কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তি গোপন করে বা অপসারণ করে বা উহার গোপণকরণে বা অপসারণে অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক সহায়তা করে অথবা যে পাওনা বা দাবির সে অধিকারী তাহা অসাধুভাবে ছাড়িয়া দেয়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অনিষ্ট সংঘটন বিষয়ে

৪২৫। **অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির অন্যায্য ক্ষতি বা লোকসান ঘটানোর অভিপ্রায়ে বা সম্ভাব্যত ঘটাইবে জানিয়া কোন সম্পত্তির বিনাশ ঘটায় অথবা কোন সম্পত্তির বা উহার স্থিতির এরূপ পরিবর্তন ঘটায় যাহার দ্বারা উহার মূল্য বা উপযোগিতা বিনষ্ট হয় বা হ্রাস পায় অথবা উহার উপর হানিকর প্রভাব পড়ে, সে "অনিষ্ট" সংঘটিত করে।

ব্যাখ্যা ১—অনিষ্ট সংঘটনের অপরাধে ইহা অপরিহার্য নহে যে অপরাধীকে হানিগ্রস্থ বা বিনষ্ট সম্পত্তির মালিকের ক্ষতি বা লোকসান ঘটানোর অভিপ্রায় করিতে হইবে। ইহাই পর্যাপ্ত হইবে যদি সে কোন সম্পত্তির হানি করিয়া কোন ব্যক্তির, ঐ সম্পত্তি ঐ ব্যক্তির হউক বা না হউক, অন্যায্য ক্ষতি বা লোকসান ঘটানোর অভিপ্রায়ে করে বা সম্ভাব্যত ঘটাইবে বলিয়া জানে।

ব্যাখ্যা ২—অনিষ্ট এরূপ কোন কার্য দ্বারা সংঘটিত হইতে পারে যাহা ঐ কার্য যে ব্যক্তি সংঘটিত করে তাহার সম্পত্তিকে বা ঐ ব্যক্তি ও অন্যান্য ব্যক্তির যৌথ সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-এর অন্যায্য ক্ষতি ঘটানোর অভিপ্রায়ে য-এর একটি মূল্যবান প্রতিভূতি স্বেচ্ছাকৃতভাবে পোড়াইয়া দেয়। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক য-এর অন্যায্য ক্ষতি ঘটানোর অভিপ্রায়ে য-এর বরফ-ঘরের মধ্যে জল ঢুকাইয়া দেয় এবং এইভাবে ঐ বরফ গলাইয়া দেয়। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক য-এর একটি আংটি এই অভিপ্রায়ে নদীতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে নিক্ষেপ করে যে তদ্দ্বারা সে য-এর অন্যায্য ক্ষতি ঘটাইবে। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) ক, তাহার নিকট হইতে য-এর প্রাপ্য ঋণ পরিতুষ্টির উদ্দেশ্যে ক-এর বস্তুসামগ্রী ডিক্রী জারিক্রমে লওয়া হইতে পারে জানিয়া, ঐ বস্তুসামগ্রী এই অভিপ্রায়ে বিনষ্ট করে যে তদ্দ্বারা য-কে ঐ ঋণে পরিতুষ্টি লাভ করিতে নিবারিত করিবে এবং এইভাবে য-এর লোকসান ঘটাইবে। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(ঙ) ক কোন জাহাজ বীমা করানোর পর উহা, দায়গ্রাহকদের লোকসান ঘটানোর অভিপ্রায়ে স্বেচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করিয়া দেয়। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(চ) ক এই অভিপ্রায়ে কোন জাহাজ বিনষ্ট করায় যে তদ্দ্বারা য-এর, যে ঐ জাহাজের জন্য বটমরির ভিত্তিতে অর্থ ধার দিয়াছে তাহার, লোকসান ঘটাইবে। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(ছ) একটি ঘোড়া ক ও য-এর যৌথ সম্পত্তি, ক এই অভিপ্রায়ে ঐ ঘোড়াকে গুলি করে যে তদ্দ্বারা য-এর অন্যায্য ক্ষতি ঘটাইবে। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

(জ) ক য-এর শস্যের লোকসান ঘটাইবার অভিপ্রায়ে এবং সম্ভাব্যত লোকসান ঘটাইবে জানিয়া, য-এর ক্ষেতে গবাদিপশু প্রবেশ করাইয়া দেয়। ক অনিষ্ট সংঘটিত করিয়াছে।

৪২৬। **অনিষ্ট সংঘটনের জন্য দণ্ড**—যেকেহ অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২৭। **পঞ্চাশ টাকা অর্থপরিমানের লোকসান ঘটাইয়া অনিষ্ঠ সংঘটন**—যেকেহ অনিষ্ট সংঘটিত করে এবং তদ্দ্বারা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থপরিমাণের ক্ষতি বা লোকসান ঘটায়, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২৮। **দশ টাকা মূল্যের প্রাণী বধ করিয়া বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের কোন প্রাণীকে বা প্রাণীদের বধ করিয়া, বিষ দিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪২৯। **যেকোন মূল্যের গবাদি পশু ইত্যাদি বা পঞ্চাশ টাকা মূল্যের কোন প্রাণী বধ করিয়া বা বিকলাঙ্গ করিয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ যেকোন মূল্যের কোন হাতি, উট, ঘোড়া, খচ্চর, মহিষ, বলদ, গরু বা ষাঁড়কে অথবা পঞ্চাশ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যের অন্য যেকোন প্রাণীকে বধ করিয়া, বিষ দিয়া, বিকলাঙ্গ করিয়া বা অকেজো করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩০। **সেচ ব্যবস্থার হানি করিয়া বা অন্যায়ভাবে জলের গতিপথ ঘুরাইয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ এরূপ কোন কার্য করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে যাহা কৃষিকার্যের জন্য অথবা মানবের বা যেসকল প্রাণী সম্পত্তিবিশেষ তাহাদের খাদ্য বা পানীয়ের জন্য অথবা পরিচ্ছন্নতার জন্য বা কোন উৎপাদন কার্য চালনার জন্য উদ্দিষ্ট জলের সরবরাহে হ্রাস ঘটায় বা সম্ভাব্যত ঘটাইবে বলিয়া সে জানে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩১। **সার্বজনিক সড়ক, সেতু, নদী বা প্রণালীর হানি করিয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ এরূপ কোন কার্য করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে যাহা কোন সার্বজনিক সড়ক, সেতু, নাব্য নদী অথবা প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম নাব্য প্রণালীকে যাতায়াতের বা সম্পত্তি প্রবহনের পক্ষে অগম্য বা কম নিরাপদ করিয়া তোলে বা সম্ভাব্যত করিয়া তুলিবে বলিয়া সে জানে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩২। **সার্বজনিক জলনিকাশী ব্যবস্থায় জলপ্লাবন বা বাধা সৃষ্টি করিয়া ও তৎসহ লোকসান ঘটাইয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ এরূপ কোন কার্য করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে যাহা সার্বজনিক জলনিকাশী ব্যবস্থায় কোন জলপ্লাবন বা কোন বাধা ঘটায় বা সম্ভাব্যত ঘটাইবে বলিয়া সে জানে এবং যাহার ফলে হানি বা লোকসান হয়, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩৩। **কোন বাতিঘর বা সমুদ্র-সংকেত বিনষ্ট করিয়া, সরাইয়া বা কম উপযোগী করিয়া অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ কোন বাতিঘর, অথবা সমুদ্র-সংকেতরূপে ব্যবহৃত অন্য কান আলো, অথবা কোন সমুদ্র-সংকেত বা বয়া, অথবা নৌচালকগণের পথনির্দেশকরূপে স্থাপিত অন্য কোন বস্তু বিনষ্ট করিয়া বা সরাইয়া, অথবা যে কার্যের দ্বারা ঐরূপ কোন বাতিঘর, সমুদ্র-সংকেত, বয়া বা যথা-পূর্বোক্ত ঐরূপ অন্য বস্তু নৌচালকগণের পথনির্দেশকরূপে কম উপযোগী হইয়া যায় সেরূপ কোন কার্য করিয়া, অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩৪। **লোক প্রাধিকারবলে লাগানো কোন ভূমি-চিহ্ন বিনষ্ট করা বা সরানো ইত্যাদি দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারীর প্রাধিকার বলে লাগানো কোন ভূমি-চিহ্ন বিনষ্ট করিয়া বা সরাইয়া অথবা যে কার্যের দ্বারা ঐ ভূমি-চিহ্ন ঐরূপে কম উপযোগী হইয়া যায় সেরূপ কোন কার্য করিয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৩৫। **একশত টাকা বা (কৃষিজ দ্রব্যের ক্ষেত্রে) দশ টাকা অর্থপরিমাণের লোকসান ঘটাইবার অভিপ্রায়ে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ কোন সম্পত্তির একশত টাকা বা তদূর্ধ্ব অথবা (যেক্ষেত্রে সম্পত্তি কৃষিজ দ্রব্য সেক্ষেত্রে) দশ টাকা বা তদূর্ধ্ব অর্থপরিমাণের লোকসান ঘটানোর অভিপ্রায়ে বা তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যত ঘটাইবে জানিয়া আগুন বা কোন বিস্ফোরক পদার্থদ্বারা অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৩৬। **গৃহ ইত্যাদি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ সাধারণত কোন উপাসনা স্থানরূপে বা মনুষ্যের বাসস্থানরূপে বা সম্পত্তি অভিরক্ষার স্থানরূপে ব্যবহৃত হয় এরূপ কোন ভবন বিনষ্ট করাইবার অভিপ্রায়ে বা তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যত করাইবে জানিয়া আগুন বা কোন বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৩৭। **কোন ডেকযুক্ত জলযান বা কুড়ি টন ওজনের ভারবহী কোন জলযান বিনষ্ট করিবার বা অনিরাপদ করিবার অভিপ্রায়ে অনিষ্ট সংঘটন**—যেকেহ কোন ডেকযুক্ত জলযানের অথবা কুড়ি টন বা তদূর্ধ্ব ওজনের ভারবাহী কোন জলযানের এই অভিপ্রায়ে অনিষ্ট সংঘটিত করে যে তদ্দ্বারা সে ঐ জলযান বিনষ্ট বা অনিরাপদ করিবে অথবা ইহা জানিয়া যে তদ্দ্বারা সে সম্ভাব্যত ঐ জলযান বিনষ্ট বা অনিরাপদ করিবে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৩৮। **৪৩৭ ধারায় বর্ণিত অনিষ্ট যেক্ষেত্রে আগুন বা বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা সংঘটিত সেক্ষেত্রে তজ্জন্য দণ্ড**—যেকেহ অন্তিম পূর্ববর্তী ধারায় যথা-বর্ণিত কোন অনিষ্ট আগুন বা কোন বিস্ফোরক পদার্থ দ্বারা সংঘটিত করে বা সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৩৯। **চুরি ইত্যাদি সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে জলযান সাভিপ্রায়ে ভূমিলগ্ন বা তটলগ্ন করিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ কোন জলযান সাভিপ্রায়ে ভূমিলগ্ন বা তটলগ্ন করে এই অভিপ্রায়ে যে সে উহাতে স্থিত কোন সম্পত্তির চুরি সংঘটিত করিবে বা ঐরূপ কোন সম্পত্তি অসাধুভাবে আত্মসাৎ করিবে অথবা এই অভিপ্রায়ে যে ঐ সম্পত্তির ঐরূপ চুরি বা আত্মসাৎ করা যাইবে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৪০। **মৃত্যু বা আঘাত ঘটাইবার প্রস্তুতি লইয়া সংঘটিত অনিষ্ট**—যেকেহ কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা আঘাত বা অন্যায় অভিরোধ ঘটানোর অথবা মৃত্যুর বা আঘাতের বা অন্যায় অভিরোধের ভয় ঘটানোর প্রস্তুতি লইয়া অনিষ্ট সংঘটিত করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ বিষয়ে

৪৪১। **আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ অন্যের দখলাধীন সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার অথবা ঐরূপ সম্পত্তির দখলধারী কোন ব্যক্তিকে উৎত্রাসিত, অপমানিত বা বিরক্ত করিবার অভিপ্রায়ে প্রবেশ করে,

অথবা ঐরূপ সম্পত্তিতে বা সম্পত্তির উপর বিধিসম্মতভাবে প্রবেশ করিয়া তথায় বিধিবিরুদ্ধভাবে অবস্থান করে এই অভিপ্রায়ে যে তদ্দ্বারা সে ঐরূপ কোন ব্যক্তিকে উৎত্রাসিত, অপমানিত বা বিরক্ত করিবে, অথবা এই অভিপ্রায়ে যে সে কোন অপরাধ সংঘটিত করিবে,

সে "আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ" সংঘটিত করে বলা হয়।

৪৪২। **গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ মনুষ্য বাসের জন্য ব্যবহৃত কোন ভবন, তাঁবু বা জলযানে অথবা উপাসনার স্থানরূপে বা সম্পত্তি অভিরক্ষার স্থানরূপে ব্যবহৃত কোন ভবনে প্রবেশ করিয়া বা তথায় অবস্থান করিয়া আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে "গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ" সংঘটিত করে বলা হয়।

ব্যাখ্যা—গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ গঠনের পক্ষে আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশকারীর শরীরের কোন অংশ প্রবেশ করাই যথেষ্ট হইবে।

৪৪৩। **গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে যাহাতে, ঐ অনধিকারপ্রবেশের বিষয় যে ভবন, তাঁবু বা জলযান তাহা হইতে অনধিকারপ্রবেশকারীকে বহিষ্কার করিবার বা উচ্ছেদ করিবার অধিকার যে ব্যক্তির রহিয়াছে, সেই ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ অনধিকারপ্রবেশ গোপন করা যায়, সে "গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ" সংঘটিত করে বলা হয়।

৪৪৪। **রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ সূর্যাস্তের পর ও সূর্যোদয়ের পূর্বে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে "রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ" সংঘটিত করে বলা হয়।

৪৪৫। **গৃহ-ভেদ**—যে ব্যক্তি গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে সে "গৃহ-ভেদ" সংঘটিত করে বলা হয় যদি সে ঐ গৃহে বা উহার কোনও অংশে, অতঃপর অত্র বর্ণিত ছয়টি উপায়ের যেকোন এক উপায়ে প্রবেশে সক্ষম হয় ; অথবা যদি সে কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে ঐ গৃহে বা উহার কোনও অংশে অবস্থান করিয়া অথবা তথায় কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়া, ঐ ছয়টি উপায়ের যেকোন এক উপায়ে, ঐ গৃহ বা উহার কোনও অংশ হইতে বাহির হইয়া যায়, অর্থাৎ ঃ—

প্রথমত—যদি সে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটনের উদ্দেশ্যে, যে পথ নিজের দ্বারা বা গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের কোন অপসহায়তাকারীর দ্বারা প্রস্তুত, সেই পথ দিয়া প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায়।

দ্বিতীয়ত—যদি সে তাহার বা ঐ অপরাধের অপসহায়তাকারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নিকট যে পথ মনুষ্য প্রবেশের জন্য অভিপ্রেত নহে তাহা দিয়া, অথবা কোন দেওয়াল বা ভবন বাহিয়া উঠিয়া বা উহাতে আরোহণ করিয়া যে পথে সে অভিগম্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দিয়া, প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায়।

তৃতীয়ত—যদি সে এরূপ কোন পথ দিয়া প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায় যাহা সে বা গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের কোন অপসহায়তাকারী, গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটনের উদ্দেশ্যে, এরূপ কোন পন্থায় উন্মুক্ত করিয়া থাকে যে পন্থায় ঐ পথ উন্মুক্ত হওয়া ঐ গৃহের ভোগদখলকারীর অভিপ্রেত ছিল না।

চতুর্থত—যদি সে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটনের উদ্দেশ্যে বা গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের পর ঐ গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাইবার উদ্দেশ্যে, কোন তালা খুলিয়া প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায়।

পঞ্চমত—যদি সে আপরাধিক বল প্রয়োগ করিয়া বা অভ্যাঘাত সংঘটিত করিয়া বা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাতের ভীতি প্রদর্শন করিয়া প্রবেশে বা প্রস্থানে সক্ষম হয়।

ষষ্ঠত—যদি সে এরূপ কোন পথ দিয়া প্রবেশ করে বা বাহির হইয়া যায় যাহা ঐরূপ প্রবেশ বা প্রস্থান বন্ধ করিবার জন্যই রুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে বলিয়া এবং তৎকর্তৃক বা গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের কোন অপসহায়তাকারী কর্তৃক উন্মোচিত হইয়াছে বলিয়া সে জানে।

ব্যাখ্যা—কোন বহির্বাটি বা ভবন যাহা কোন গৃহের সহিত ভোগদখলে আছে এবং যাহার সহিত ঐ গৃহের সরাসরি অভ্যন্তরীণ সংযোগ আছে তাহা এই ধারার অর্থে ঐ গৃহের অংশ।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক য-এর গৃহের দেওয়ালে একটি গর্ত করিয়া এবং ঐ ছিদ্র পথে তাহার হাত ঢুকাইয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(খ) ক কোন জাহাজের দুই ডেকের মধ্যবর্তী গবাক্ষ দিয়া গুঁড়ি মারিয়া উহাতে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(গ) ক কোন জানালা দিয়া য-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(ঘ) ক কোন রুদ্ধ দরজা খুলিয়া, ঐ দরজার মধ্য দিয়া য-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(ঙ) ক দরজার একটি ছিদ্র দিয়া তার ঢুকাইয়া খিল খুলিয়া ঐ দরজা দিয়া য-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(চ) ক য-এর গৃহের দরজার চাবি যাহা য হারাইয়া ফেলিয়াছিল তাহা পায় এবং ঐ চাবি দিয়া দরজা খুলিয়া য-এর গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(ছ) য তাহার দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া আছে। ক য-কে ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দিয়া পথ করিয়া লয় এবং ঐ গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

(জ) ম-এর দারোয়ান য ম-এর দ্বার-পথে দাঁড়াইয়া আছে। ক য-কে প্রহারের ভীতি প্রদর্শন করিয়া বাধা দানে নিবৃত্ত করিয়া ঐ গৃহে প্রবেশপূর্বক গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে। ইহা গৃহ-ভেদ।

৪৪৬। **রাত্রে গৃহ-ভেদ**—যেকেহ সূর্যাস্তের পর এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে "রাত্রে গৃহ-ভেদ" সংঘটিত করে বলা হয়।

৪৪৭। **আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশের জন্য দণ্ড**—যেকেহ আপরাধিক অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা পাঁচ শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৪৮। **গৃহে-অনধিকারপ্রবেশের জন্য দণ্ড**—যেকেহ গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা এক হাজার টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৪৯। **মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসরের অনধিক মেয়াদের সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫০। **যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ যাবজ্জীবন কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে দশ বৎসরের অনধিক মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫১। **কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ; এবং সংঘটিতকরণের জন্য অভিপ্রেত অপরাধ যদি চুরি হয়, তাহা হইলে, কারাবাসের মেয়াদ সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে।

৪৫২। **আঘাত, অভ্যাঘাত বা অন্যায় অভিরোধের প্রস্তুতির পর গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটাইবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করিবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অভিরোধ করিবার জন্য অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাতের বা অভ্যাঘাতের বা অন্যায় অভিরোধের ভয় পাওয়াইবার জন্য প্রস্তুতি লইয়া গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ সংঘটিত করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫৩। **গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদের জন্য দণ্ড**—যেকেহ গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫৪। **কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ**—যেকেহ কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ; এবং সংঘটনের জন্য অভিপ্রেত অপরাধ যদি চুরি হয়, তাহা হইলে, কারাবাসের মেয়াদ দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে।

৪৫৫। **আঘাত, অভ্যাঘাত বা অন্যায় অভিরোধের প্রস্তুতির পর গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটাইবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করিবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অভিরোধ করিবার জন্য অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাতের বা অভ্যাঘাতের বা অন্যায় অভিরোধের ভয় পাওয়াইবার জন্য প্রস্তুতি লইয়া গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫৬। **রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদের জন্য দণ্ড**—যেকেহ রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা রাত্রে গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫৭। **কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ**—যেকেহ কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা রাত্রে গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে ; এবং সংঘটিতকরণের জন্য অভিপ্রেত অপরাধ যদি চুরি হয়, তাহা হইলে, কারাবাসের মেয়াদ চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারিবে।

৪৫৮। **আঘাত, অভ্যাঘাত বা অন্যায় অভিরোধের প্রস্তুতির পর রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ**—যেকেহ কোন ব্যক্তির আঘাত ঘটাইবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অভ্যাঘাত করিবার জন্য বা কোন ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে অভিরোধ করিবার জন্য অথবা কোন ব্যক্তিকে আঘাতের বা অভ্যাঘাতের বা অন্যায় অভিরোধের ভয় পাওয়াইবার জন্য প্রস্তুতি লইয়া রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা রাত্রে গৃহ-ভেদ সংঘটিত করে, সে চৌদ্দ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৫৯। **গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করিবার কালে ঘটিত গুরুতর আঘাত**—যেকেহ, গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদ সংঘটিত করিবার কালে, কোন ব্যক্তির গুরুতর আঘাত ঘটায় বা কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটাইবার প্রচেষ্টা করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৬০। **রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা গৃহ-ভেদে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই, তাহাদের একজন কর্তৃক মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটিত হওয়ার ক্ষেত্রেও, দণ্ডনীয় হইবে**—যদি, রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকার-প্রবেশ বা রাত্রে গৃহ-ভেদ সংঘটনের সময়, ঐরূপ অপরাধে দোষী কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটায় বা ঘটাইবার প্রচেষ্টা করে, তাহা হইলে, ঐরূপ রাত্রে গোপনে-গৃহে-অনধিকারপ্রবেশ বা রাত্রে গৃহ-ভেদ সংঘটিতকরণে যৌথভাবে সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৬১। **সম্পত্তি সম্বলিত আধার অসাধুভাবে ভাঙ্গিয়া খোলা**—যেকেহ, কোন বন্ধ আধার যাহা সম্পত্তি সম্বলিত বা যাহা সম্পত্তি সম্বলিত বলিয়া সে বিশ্বাস করে, তাহা অসাধুভাবে বা অনিষ্টকরণের অভিপ্রায়ে ভাঙ্গিয়া খোলে বা অনাবদ্ধ করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৬২। **একই অপরাধের জন্য দণ্ড যখন অভিরক্ষার ন্যাসপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক ঐ অপরাধ সংঘটিত হয়**—যেকেহ কোন বন্ধ আধার যাহা সম্পত্তি সম্বলিত বা যাহা সম্পত্তি সম্বলিত বলিয়া সে বিশ্বাস করে তাহার ন্যাসপ্রাপ্ত হইয়া, উহা খুলিবার প্রাধিকারসম্পন্ন না হইয়াও, অসাধুভাবে বা অনিষ্টকরণের অভিপ্রায়ে ভাঙ্গিয়া খোলে বা অনাবদ্ধ করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ১৮

দস্তাবেজ ও [১]*** সম্পত্তি-চিহ্ন-সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ে

৪৬৩। **জালিয়াতি**—যেকেহ জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির লোকসান বা হানি ঘটাইবার অথবা কোন দাবি বা স্বত্ব সমর্থন করিবার অথবা কোন ব্যক্তিকে কোন সম্পত্তি পরিত্যাগ করাইবার অথবা কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সংবিদা করিবার অভিপ্রায়ে অথবা প্রতারণা সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে বা প্রতারণা সংঘটিত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে কোন মিথ্যা দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের কোন অংশ প্রস্তুত করে, সে জালিয়াতি সংঘটিত করে।

৪৬৪। **মিথ্যা দস্তাবেজ প্রস্তুত করা**—কোন ব্যক্তি মিথ্যা দস্তাবেজ প্রস্তুত করে বলা হয়—

প্রথমত—যে অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক কোন দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের কোন অংশ প্রস্তুত করে, স্বাক্ষরিত করে, শীলমোহরাঙ্কিত করে বা নিষ্পাদিত করে অথবা কোন দস্তাবেজ নিষ্পাদিত হওয়ার দ্যোতক কোন চিহ্ন লাগায় ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে ঐ দস্তাবেজ বা দস্তাবেজের অংশ এরূপ কোন ব্যক্তির দ্বারা বা এরূপ কোন ব্যক্তির প্রাধিকার দ্বারা অথবা এরূপ কোন সময়ে প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, শীলমোহরাঙ্কিত বা নিষ্পাদিত হইয়াছিল যে ব্যক্তির দ্বারা বা যে ব্যক্তির প্রাধিকার দ্বারা উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, শীলমোহরাঙ্কিত বা নিষ্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে জানে অথবা যে সময়ে উহা প্রস্তুত, স্বাক্ষরিত, শীলমোহরাঙ্কিত বা নিষ্পাদিত হয় নাই বলিয়া সে জানে ; অথবা

দ্বিতীয়ত—যে, কোন দস্তাবেজের কোন সারবান অংশ, তাহার নিজের দ্বারা বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত বা নিষ্পাদিত হইবার পর, বিধিসম্মত প্রাধিকার ব্যতিরেকে, বাতিল করিয়া বা অন্যথা, অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক পরিবর্তিত করে, ঐ পরিবর্তনের সময় ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকুক বা মারা গিয়া থাকুক ; অথবা

তৃতীয়ত—যে অসাধুভাবে বা প্রতারণাপূর্বক কোন ব্যক্তিকে দিয়া কোন দস্তাবেজ স্বাক্ষরিত, শীলমোহরাঙ্কিত, নিষ্পাদিত বা পরিবর্তিত করায় ইহা জানিয়া যে ঐ ব্যক্তি মানসিক অসুস্থতা বা মত্ততার কারণে ঐ দস্তাবেজের বিষয়বস্তু, বা পরিবর্তনের প্রকৃতি জানিতে পারিবে না অথবা তাহার সহিত কৃত প্রবঞ্চনার কারণে সে ঐ দস্তাবেজের বিষয়বস্তু, বা পরিবর্তনের প্রকৃতি জানে না।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক-এর নিকট য কর্তৃক খ-কে নির্দেশ দিয়া লিখিত ১০,০০০ টাকার একটি আকলপত্র আছে। খ-কে প্রতারণা করিবার উদ্দেশ্যে ক ঐ ১০,০০০-এর সহিত একটি শূন্য যোগ করে ও ঐ অর্থাঙ্ক ১,০০,০০০ করিয়া দেয় এই অভিপ্রায় করিয়া যে খ যেন ইহা বিশ্বাস করে যে য ঐভাবেই পত্রটি লিখিয়াছিল। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক, খ-কে কোন এস্টেট বিক্রয় করিবার ও তদ্দ্বারা খ-এর নিকট হইতে ক্রয়-অর্থ লাভ করিবার অভিপ্রায়ে, য-এর নিকট হইতে ক-এর নিকট ঐ এস্টেটের স্বত্বান্তরপত্র বলিয়া তাৎপর্যিত কোন দস্তাবেজের উপর, য-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে, য-এর শীলমোহর লাগায়। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(গ) ক, খ দ্বারা স্বাক্ষরিত, কোন ব্যাঙ্কারকে লিখিত, কোন বাহককে প্রদেয় একটি চেক কুড়াইয়া পায়, কিন্তু ঐ চেকে কোন অর্থাঙ্ক বসানো ছিল না। ক প্রতারণাপূর্বক দশ হাজার টাকার অর্থাঙ্ক বসাইয়া ঐ চেক পূরণ করে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করে।

(ঘ) ক, তাহার এজেন্ট খ-এর নিকট, ক দ্বারা স্বাক্ষরিত, কোন ব্যাঙ্কারকে লিখিত, একটি চেক উহাতে প্রদেয় অর্থাঙ্ক না বসাইয়া দিয়া দেয় এবং কয়েকটি অর্থপ্রদানের উদ্দেশ্যে দশ হাজার টাকার অনধিক কোন অর্থাঙ্ক বসাইয়া ঐ চেক পূরণ করিয়া লইতে খ-কে প্রাধিকৃত করে। খ প্রতারণাপূর্বক কুড়ি হাজার টাকার অর্থাঙ্ক বসাইয়া, ঐ চেক পূরণ করে। খ জালিয়াতি সংঘটিত করে।

(ঙ) ক, খ-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে, খ-এর নামে নিজের অনুকূলে একটি বিনিময়-পত্র বিলেখিত করে এই অভিপ্রায় করিয়া যে সে উহা কোন ব্যাঙ্কারের নিকট হইতে আসল বিনিময়-পত্র হিসাবে বাটায় ভাঙ্গাইবে এবং এই অভিপ্রায় করিয়া যে সে ঐ বিনিময়-পত্র উহার কালপূর্তিতে ফেরত লইবে। এস্থলে, যেহেতু ক ঐ বিনিময়-পত্র বিলেখিত করে এই অভিপ্রায় করিয়া যে সে খ-এর প্রতিভূতি লাভ করিয়াছে এই ধারণায় ঐ ব্যাঙ্কারকে উপনীত করিয়া তাহাকে প্রবঞ্চিত করিবে এবং তদ্দ্বারা সে ঐ বিনিময়-পত্র বাটায় ভাঙ্গাইবে। ক জালিয়াতির জন্য দোষী।

১। ১৯৫৮-র ৪৩ আইন, ১৩৫ ধারা ও তফসিল দ্বারা "কারবার বা" শব্দসমূহ বাদ দেওয়া হইয়াছে (২৫.১১.১৯৫৯ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

(চ) য-এর উইলে এই কথাগুলি আছে—"আমি নির্দেশ দিতেছি আমার অবশিষ্ট সকল সম্পত্তি ক, খ এবং গ-এর মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হইবে"। ক এই অভিপ্রায় করিয়া খ-এর নাম অসাধুভাবে কাটিয়া দেয় যে, সমগ্র সম্পত্তি তাহাকে ও গ-কে দেওয়া হইয়াছে ইহা বিশ্বাস করানো যাইতে পারে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ছ) ক কোন সরকারী প্রত্যর্থপত্র পৃষ্ঠাঙ্কিত করে এবং ঐ প্রত্যর্থপত্রের উপর "য-কে বা তাহার আদেশানুসারে প্রদান করুন" এই শব্দসমূহ লিখিয়া ও পৃষ্ঠাঙ্কন স্বাক্ষরিত করিয়া উহা য-কে বা তাহার আদেশানুসারে প্রদেয় করিয়া দেয়। খ "য-কে বা তাহার আদেশানুসারে প্রদান করুন" এই শব্দসমূহ অসাধুভাবে মুছিয়া ফেলে এবং তদ্দ্বারা বিশেষ পৃষ্ঠাঙ্কনটিকে নির্বিশেষ পৃষ্ঠাঙ্কনে রূপান্তরিত করে। খ জালিয়াতি সংঘটিত করে।

(জ) ক কোন এস্টেট য-এর নিকট বিক্রয় ও স্বত্বান্তর করে। ক, পরবর্তীকালে, য-কে প্রতারণা করিয়া তাহার এস্টেট হইতে বঞ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে, য-এর নিকট স্বত্বান্তর করিবার তারিখের ছয় মাস পূর্বের তারিখ দিয়া ঐ একই এস্টেট সম্পর্কে খ-এর অনুকূলে একটি স্বত্বান্তরপত্র নিষ্পাদন করে ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে সে ঐ এস্টেট য-এর নিকট স্বত্বান্তর করিবার পূর্বেই খ-এর নিকট স্বত্বান্তর করিয়াছিল। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঝ) য তাহার উইল ক-কে শ্রুতিলিখনে লিখিয়া লইতে বলে। য যে উত্তরদায়িকের নাম বলিল তাহার পরিবর্তে ক সাভিপ্রায়ে অন্য এক উত্তরদায়িকের নাম লিখিয়া লয় এবং সে য-এর অনুদেশ অনুসারে ঐ উইল প্রস্তুত করিয়াছে ইহা য-এর নিকট প্রতিরূপণ করিয়া ঐ উইল স্বাক্ষর করিতে য-কে প্ররোচিত করে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঞ) ক একটি পত্র লেখে এবং ক একজন সচ্চরিত্র লোক ও অদৃষ্টপূর্ব দুর্ভাগ্যের কারণে চরম দুর্দশাগ্রস্ত—ইহা শংসিত করিয়া খ-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে উহাতে খ-এর নাম দিয়া সহি করিয়া দেয় এই অভিপ্রায় করিয়া যে ক ঐ পত্রের দ্বারা য ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষা পাইতে পারে। এস্থলে, যেহেতু য-কে সম্পত্তি পরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে ক মিথ্যা দস্তাবেজ প্রস্তুত করিয়াছে, অতএব ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ট) ক খ-এর প্রাধিকার ব্যতিরেকে একটি পত্র লেখে এবং ক-এর চরিত্র শংসিত করিয়া উহা খ-এর নামে সহি করিয়া দেয় এই অভিপ্রায় করিয়া যে তদ্দ্বারা সে য-এর অধীনে চাকরি পাইবে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে যেহেতু সে ঐ জাল শংসাপত্র দ্বারা য-কে প্রবঞ্চিত করিবার ও তদ্দ্বারা য-কে চাকরির কোন ব্যক্ত বা বিবক্ষিত সংবিদা করিতে প্ররোচিত করিবার অভিপ্রায় করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ১—কোন ব্যক্তির নিজের নাম স্বাক্ষর করা জালিয়াতির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একটি বিনিময়পত্রে তাহার নিজ নাম স্বাক্ষর করে এই অভিপ্রায় করিয়া যে ঐ বিনিময়পত্র একই নামের অন্য কোন ব্যক্তি বিলেখিত করিয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করানো যাইবে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(খ) ক এক খণ্ড কাগজের উপর "প্রতিগৃহীত" এই শব্দসমূহ লেখে এবং উহাতে য-এর নাম দিয়া এই উদ্দেশ্যে সহি করে যাহাতে খ পরবর্তীকালে ঐ কাগজের উপর য-এর নামে খ কর্তৃক বিলেখিত কোন বিনিময়পত্র লিখিতে পারে এবং ঐ বিনিময়পত্র এরূপে চালাইতে পারে যেন উহা য কর্তৃক প্রতিগৃহীত হইয়াছিল। ক জালিয়াতির জন্য দোষী ; এবং যদি খ ঐ তথ্য জানিয়া, ক-এর অভিপ্রায় অনুসরণক্রমে, ঐ কাগজে বিনিময়পত্র বিলেখিত করে, তাহা হইলে, খ-ও জালিয়াতির জন্য দোষী।

(গ) ক একই নামের কোন ভিন্ন ব্যক্তির আদেশানুসারে প্রদেয় একটি বিনিময়পত্র কুড়াইয়া পায়। ক ঐ বিনিময়-পত্রে তাহার নিজের নাম পৃষ্ঠাঙ্কিত করে ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে উহা সেই ব্যক্তি দ্বারাই পৃষ্ঠাঙ্কিত হইয়াছিল যাহার আদেশানুসারে উহা প্রদেয় ছিল ; এস্থলে ক জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঘ) ক, খ-এর বিরুদ্ধে ডিক্রী নিষ্পাদনক্রমে বিক্রীত কোন এস্টেট ক্রয় করে। খ, ঐ এস্টেটের অভিগ্রহণ হইবার পর, য-এর সহিত যোগসাজস করিয়া, নামমাত্র খাজনায় ও দীর্ঘ সময়সীমার জন্য উহা য-কে পাট্টায় দেয় এবং পাট্টায় ঐ অভিগ্রহণের ছয় মাস পূর্বের তারিখ বসায়, এই অভিপ্রায়ে যে সে ক-কে প্রতারিত করিবে ও ইহা বিশ্বাস করাইবে যে ঐ পাট্টা ঐরূপ অভিগ্রহণের পূর্বেই মঞ্জুর হইয়াছিল। খ, যদিও ঐ পাট্টা নিজের নামে নিষ্পাদিত করিয়াছে তথাপি উহাতে ঐ পূর্বের তারিখ বসাইয়া জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

(ঙ) জনৈক ব্যবসায়ী ক, দেউলিয়াত্ব পূর্বানুমান করিয়া, ক-এর হিতার্থে ও তাহার উত্তমর্ণগণকে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে মালপত্র খ-এর নিকট রাখিয়া দেয় এবং ঐ সংব্যবহার, বিশ্বাসযোগ্য করিয়া তুলিবার উদ্দেশ্যে, প্রাপ্ত মূল্যের পরিবর্তে কোন অর্থাঙ্ক খ-কে প্রদান করিবার জন্য নিজেকে আবদ্ধ করিয়া কোন প্রত্যর্থপত্র লেখে ও ঐ প্রত্যর্থপত্রে পূর্বের তারিখ বসাইয়া দেয় এই অভিপ্রায় করিয়া যাহাতে ইহা বিশ্বাস করানো যায় যে ক-এর দেউলিয়া হইবার পূর্বেই উহা প্রস্তুত করা হইয়াছিল। ক সংজ্ঞার্থের প্রথম শীর্ষকের অধীন জালিয়াতি সংঘটিত করিয়াছে।

ব্যাখ্যা ২—কোন মিথ্যা দস্তাবেজ কোন কল্পিত ব্যক্তির নামে ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায় করিয়া প্রস্তুত করা যে ঐ দস্তাবেজ কোন প্রকৃত ব্যক্তির দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল অথবা কোন প্রয়াত ব্যক্তির নামে ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায় করিয়া প্রস্তুত করা যে উহা ঐ ব্যক্তির দ্বারা তাহার জীবিতকালে প্রস্তুত হইয়াছিল—ইহা জালিয়াতির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

ক কোন কল্পিত ব্যক্তির অনুকূলে একটি বিনিময়পত্র বিলেখিত করে এবং উহা চালাইবার অভিপ্রায়ে ঐ কল্পিত ব্যক্তির নামে বিনিময়পত্রটি প্রতারণাপূর্বক প্রতিগ্রহণ করে। ক জালিয়াতি সংঘটিত করে।

৪৬৫। **জালিয়াতির জন্য দণ্ড**—যেকেহ জালিয়াতি সংঘটিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৬৬। **আদালতের অভিলেখ বা সরকারী রেজিস্ট্রিবহি ইত্যাদির জাল করা**—যেকেহ, যে দস্তাবেজ কোন ন্যায় আদালতের বা ন্যায় আদালতস্থ কোন অভিলেখ বা কার্যবাহ বলিয়া অথবা জন্ম, ধর্মান্তর, বিবাহ বা সৎকারের কোন রেজিস্ট্রিবহি বলিয়া অথবা কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ঐরূপ লোক কৃত্যকারীরূপে রক্ষিত কোন রেজিস্ট্রিবহি বলিয়া তাৎপর্যিত তাহা, অথবা যে শংসাপত্র বা দস্তাবেজ কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক তাঁহার পদীয় ক্ষমতাবলে প্রস্তুত বলিয়া তাৎপর্যিত তাহা, অথবা কোন মকদ্দমা দায়ের করিবার বা প্রতিরক্ষণ করিবার বা উহাতে কোন কার্যবাহ শুরু করিবার বা দাবির স্বীকারোক্তি করাইয়া লইবার প্রাধিকার, অথবা কোন আমমোক্তারনামা, জাল করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৬৭। **মূল্যবান প্রতিভূতি, উইল ইত্যাদি জাল করা**—যেকেহ এরূপ কোন দস্তাবেজ জাল করে যাহা কোন মূল্যবান প্রতিভূতি বা উইল অথবা কোন পুত্র দত্তক গ্রহণের প্রাধিকার বলিয়া তাৎপর্যিত অথবা যাহা কোন ব্যক্তিকে কোন মূল্যবান প্রতিভূতি প্রস্তুত করিবার বা হস্তান্তর করিবার অথবা আসল, তদ্‌ভূত সুদ বা লাভাংশ গ্রহণ করিবার অথবা কোন অর্থ, অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি গ্রহণ করিবার বা অর্পণ করিবার প্রাধিকার প্রদান করে বলিয়া তাৎপর্যিত অথবা যাহা অর্থ প্রদানের স্বীকৃতিসূচক কোন অভিমুক্তিপত্র বা রসিদ অথবা কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতি অর্পণের কোন অভিমুক্তিপত্র বা রসিদ বলিয়া তাৎপর্যিত, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৬৮। **ঠকানোর উদ্দেশ্যে জালিয়াতি**—যেকেহ জালিয়াতি সংঘটিত করে এই অভিপ্রায়ে যে ঐ জাল দস্তাবেজ ঠকানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৬৯। **খ্যাতি অপহানি করিবার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি**—যেকেহ জালিয়াতি সংঘটিত করে এই অভিপ্রায়ে যে ঐ জাল দস্তাবেজ যেকোন পক্ষের খ্যাতির অপহানি করিবে অথবা ইহা জানিয়া যে ঐ জাল দস্তাবেজ সম্ভাব্যতঃ তদুদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭০। **জাল দস্তাবেজ**—কোন মিথ্যা দস্তাবেজ যাহা সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ জালিয়াতির দ্বারা প্রস্তুত তাহা "জাল দস্তাবেজ" বলিয়া আখ্যাত হয়।

৪৭১। **কোন জাল দস্তাবেজ আসলরূপে ব্যবহার করা**—যেকেহ, যে দস্তাবেজ জাল দস্তাবেজ বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তাহা প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে আসলরূপে ব্যবহার করে, সে সেই প্রণালীতে দণ্ডিত হইবে যেন সে ঐ দস্তাবেজ জাল করিয়াছিল।

৪৭২। **৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় জালিয়াতি সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে মেকী শীলমোহর ইত্যাদি প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা**—যেকেহ কোন শীলমোহর, ফলক, অথবা ছাপ প্রস্তুত করিবার অন্য সাধিত্র, এই সংহিতার ৪৬৭ ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইতে পারে এরূপ কোন জালিয়াতি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে এই অভিপ্রায়ে প্রস্তুত করে বা মেকীকরণ করে অথবা ঐরূপ অভিপ্রায়ে সেরূপ কোন শীলমোহর, ফলক বা অন্য সাধিত্র মেকী বলিয়া জানিয়াও তাহার দখলে রাখে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডনীয় হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৩। **অন্যথা দণ্ডনীয় জালিয়াতি সংঘটিত করিবার অভিপ্রায়ে মেকী শীলমোহর ইত্যাদি প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা**—যেকেহ কোন শীলমোহর, ফলক, অথবা ছাপ প্রস্তুত করিবার অন্য সাধিত্র, ৪৬৭ ধারা ভিন্ন এই অধ্যায়ের যেকোন ধারার অধীনে দণ্ডনীয় হইতে পারে এরূপ কোন জালিয়াতি সংঘটিত করিবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইবে এই অভিপ্রায়ে প্রস্তুত করে বা মেকীকরণ করে অথবা ঐরূপ অভিপ্রায়ে সেরূপ কোন শীলমোহর, ফলক বা অন্য সাধিত্র মেকী বলিয়া জানিয়াও তাহার দখলে রাখে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৪। **৪৬৬ বা ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ জাল বলিয়া জানিয়া এবং আসলরূপে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে দখলে রাখা**—যেকেহ কোন দস্তাবেজ জাল বলিয়া জানিয়া এবং প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে আসলরূপে ব্যবহৃত হইবে এই অভিপ্রায়ে তাহার দখলে রাখে সে, ঐ দস্তাবেজ এই সংহিতার ৪৬৬ ধারায় উল্লিখিত যেকোন একপ্রকারের হইলে, সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে; এবং ঐ দস্তাবেজ ৪৬৭ ধারায় উল্লিখিত যেকোন একপ্রকারের হইলে, যাবজ্জীবন কারাবাসে বা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৫। **৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের জন্য ববহৃত অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করা অথবা মেকী চিহ্নযুক্ত বস্তু দখলে রাখা**—যেকেহ কোন বস্তুর উপর বা উহার উপাদানে, এই সংহিতার ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত কোন দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করে এই অভিপ্রায়ে যে ঐরূপ অভিজ্ঞান বা চিহ্ন, যে দস্তাবেজ ঐ সময়ে জাল করা হইয়াছে বা পরে জাল করা হইবে, তাহার প্রামাণিকতা প্রতীয়মান করানোর উদ্দেশ্যে ঐ বস্তুর উপর ব্যবহৃত হইবে অথবা যে, ঐরূপ অভিপ্রায় লইয়া, যে বস্তুর উপর বা যাহার উপাদানে ঐরূপ কোন অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করা হইয়াছে, সেরূপ কোন বস্তু তাহার দখলে রাখে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৬। **৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজ ভিন্ন অন্যান্য দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের জন্য ব্যবহৃত অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করা অথবা মেকী চিহ্নযুক্ত বস্তু দখলে রাখা**—যেকেহ কোন বস্তুর উপর বা উহার উপাদানে এই সংহিতার ৪৬৭ ধারায় বর্ণিত দস্তাবেজসমূহ ভিন্ন অন্য কোন দস্তাবেজ প্রমাণীকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করে এই অভিপ্রায়ে যে ঐরূপ অভিজ্ঞান বা চিহ্ন, যে দস্তাবেজ ঐ সময়ে জাল করা হইয়াছে বা পরে জাল করা হইবে তাহার প্রামাণিকতা প্রতীয়মান করানোর উদ্দেশ্যে ঐ বস্তুর উপর ব্যবহৃত হইবে অথবা যে, ঐরূপ অভিপ্রায় লইয়া, যে বস্তুর উপর বা যাহার উপাদানে ঐরূপ কোন অভিজ্ঞান বা চিহ্ন মেকীকরণ করা হইয়াছে, সেরূপ কোন বস্তু তাহার দখলে রাখে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৭। **উইল, দত্তকগ্রহণ-প্রাধিকারপত্র বা মূল্যবান প্রতিভূতি প্রতারণাপূর্বক বাতিল করা, বিনষ্ট করা ইত্যাদি**—যেকেহ, যে দস্তাবেজ কোন উইল বা পুত্র দত্তক গ্রহণের কোন প্রাধিকারপত্র বা কোন মূল্যবান প্রতিভূতি হয় অথবা সেরূপ বলিয়া তাৎপর্যিত হয়, তাহা প্রতারণাপূর্বক বা অসাধুভাবে অথবা জনসাধারণের বা কোন ব্যক্তির লোকসান বা হানি ঘটাইবার অভিপ্রায় লইয়া বাতিল, বিনষ্ট বা বিরূপিত করে অথবা বাতিল, বিনষ্ট বা বিরূপিত করিবার প্রচেষ্টা করে অথবা গোপন করে বা গোপন করিবার প্রচেষ্টা করে অথবা ঐ দস্তাবেজ সম্পর্কে অনিষ্ট সংঘটন করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৭৭ক। **হিসাব মিথ্যাকরণ**—যেকেহ কোন করণিক, আধিকারিক বা কৃত্যকারী হইয়া বা কোন করণিক, আধিকারিক বা কৃত্যকারীর পদসামর্থ্যে কার্যরত থাকিয়া যে বহি, কাগজ, লেখ, মূল্যবান প্রতিভূতি বা হিসাব তাহার নিয়োগকর্তার নিজের বা যাহা তাহার নিয়োগকর্তার দখলে রহিয়াছে অথবা যাহা তাহার নিয়োগকর্তার জন্য বা তরফে তৎকর্তৃক গৃহীত হইয়াছে তাহা, ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় লইয়া বিনষ্ট, পরিবর্তিত, অবচ্ছিন্ন বা মিথ্যাকরণ করে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে বা প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় লইয়া ঐরূপ কোন বহি, কাগজ, লেখ, মূল্যবান প্রতিভূতি বা হিসাবে কোন মিথ্যা প্রবিষ্টি করে বা করিতে অপসহায়তা করে অথবা উহা হইতে কোন সারবান বিষয় বাদ দেয় বা পরিবর্তিত করে অথবা বাদ দেওয়ায় বা পরিবর্তনে অপসহায়তা করে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারার অধীন কোন আরোপের ক্ষেত্রে, প্রতারণা করিবার জন্য অভিপ্রেত কোন বিশেষ ব্যক্তির নাম না করিয়া অথবা প্রতারণার বিষয়বস্তুরূপে অভিপ্রেত কোন বিশেষ অর্থাঙ্ক বিনির্দিষ্ট না করিয়া অথবা অপরাধ সংঘটিত হওয়ার কোন বিশেষ দিন বিনির্দিষ্ট না করিয়া, প্রতারণা করিবার সাধারণ অভিপ্রায়ের অভিকথন করাই, পর্যাপ্ত হইবে।

সম্পত্তি ও অন্যান্য চিহ্ন বিষয়ে

৪৭৮। [**কারবার-চিহ্ন**] ট্রেড অ্যাণ্ড মার্কেনডাইস মার্ক্‌স্ অ্যাক্‌ট, ১৯৫৮ (১৯৫৮-র ৪৩), ১৩৫ ধারা ও তফসিল দ্বারা (২৫.১১.১৯৬৯ হইতে) নিরসিত।

৪৭৯। **সম্পত্তি-চিহ্ন**—অস্থাবর সম্পত্তি যে কোন বিশেষ ব্যক্তির, ইহা দ্যোতিত করিবার জন্য ব্যবহৃত কোন চিহ্ন সম্পত্তি-চিহ্ন বলিয়া অভিহিত হয়।

৪৮০। [**মিথ্যা কারবার-চিহ্ন ব্যবহার করা**] ট্রেড অ্যাণ্ড মার্কেনডাইস মার্ক্‌স্ অ্যাক্‌ট, ১৯৫৮ (১৯৫৮-র ৪৩), ১৩৫ ধারা ও তফসিল দ্বারা (২৫.১১.১৯৫৯ হইতে) নিরসিত।

৪৮১। **মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করা**—যেকেহ ইহা বিশ্বাস করাইবার পক্ষে যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিচিন্তিত এরূপ প্রণালীতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি বা দ্রব্য অথবা অস্থাবর সম্পত্তি বা দ্রব্য সম্বলিত কোন পেটিকা, মোড়ক বা অন্য আধার চিহ্নিত করে অথবা চিহ্নযুক্ত পেটিকা, মোড়ক বা অন্য আধার ব্যবহার করে যে ঐরূপে চিহ্নিত সম্পত্তি বা দ্রব্য অথবা ঐরূপে চিহ্নিত ঐরূপ কোন আধারে রক্ষিত কোন সম্পত্তি বা দ্রব্য এরূপ কোন ব্যক্তির যাহা সেই ব্যক্তির নহে, সে মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করে বলা হয়।

৪৮২। **মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ [১]*** কোন মিথ্যা সম্পত্তি-চিহ্ন ব্যবহার করে সে, প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় না লইয়াই ঐ কার্য করিয়াছিল, ইহা সে প্রমাণ না করিলে, এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৮৩। **অন্যের দ্বারা ব্যবহৃত সম্পত্তি-চিহ্ন মেকীকরণ করা**—যেকেহ অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি-চিহ্ন মেকীকরণ করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১। ১৯৫৮-র ৪৩ আইন, ১৩৫ ধারা ও তফসিল দ্বারা, "কোন মিথ্যা কারবার-চিহ্ন বা" বাদ দেওয়া হইয়াছে (২৫.১১.১৯৫৯ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

৪৮৪। **লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ব্যবহৃত চিহ্ন মেকীকরণ করা**—যেকেহ কোন লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন সম্পত্তি-চিহ্ন অথবা কোন সম্পত্তি যে কোন বিশেষ ব্যক্তি কর্তৃক বা কোন বিশেষ সময়ে বা স্থানে নির্মিত হইয়াছে অথবা ঐ সম্পত্তি যে কোন বিশেষ গুণমানের বা কোন বিশেষ কার্যালয়ের অনুমোদন পাইয়াছে অথবা উহা যে কোনরূপ অব্যাহতির অধিকারী—ইহা দ্যোতিত করিবার জন্য লোক কৃত্যকারী কর্তৃক ব্যবহৃত কোন চিহ্ন মেকীকরণ করে অথবা ঐরূপ কোন চিহ্ন মেকী জানিয়াও আসল রূপে ব্যবহার করে সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

[১][৪৮৫। **সম্পত্তি-চিহ্ন মেকীকরণ করিবার জন্য কোন সাধিত্র প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা**—যেকেহ কোন সম্পত্তি-চিহ্ন মেকীকরণের উদ্দেশ্যে কোন ছাঁচ, ফলক বা অন্য সাধিত্র প্রস্তুত করে বা তাহার দখলে রাখে অথবা কোন দ্রব্য যে ব্যক্তির নহে তাহা সেই ব্যক্তিরই বলিয়া দ্যোতিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন সম্পত্তি-চিহ্ন তাহার দখলে রাখে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।]

৪৮৬। **মেকি সম্পত্তি-চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত দ্রব্য বিক্রয় করা**—যেকেহ মেকী সম্পত্তি-চিহ্ন লাগানো বা ছাপ মারা কোন দ্রব্য বা বস্তু, অথবা মেকী সম্পত্তি-চিহ্ন লাগানো বা ছাপ মারা পেটিকা, মোড়ক বা অন্য আধারে ঐরূপ যে দ্রব্য রহিয়াছে তাহা বিক্রয় করে বা প্রদর্শিত করে অথবা বিক্রয়ের জন্য তাহার দখলে রাখে সে, যদি না প্রমাণ করে যে—

(ক) এই ধারাবিরুদ্ধ কোন অপরাধ সংঘটনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার যুক্তিসঙ্গত পূর্বসতর্কতা অবলম্বন করিয়াও, অভিকথিত অপরাধ সংঘটনের সময় ঐ চিহ্নটি যে আসল তৎসম্পর্কে তাহার সন্দেহ করিবার কোনও কারণ ছিল না, এবং

(খ) অভিযোক্তার দ্বারা বা তরফে কৃত অভিযাচনাক্রমে, সে যেসকল ব্যক্তির নিকট হইতে ঐরূপ দ্রব্য বা বস্তু পাইয়াছিল সেই সকল ব্যক্তি সম্পর্কে তাহার ক্ষমতাধীন সকল তথ্য সে প্রদান করিয়াছিল, বা

(গ) অন্যথা সে নির্দোষভাবে কার্য করিয়াছিল,

তাহা হইলে, একবৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৮৭। **দ্রব্য সম্বলিত কোন আধারে মিথ্যা চিহ্ন দেওয়া**—যেকেহ দ্রব্য সম্বলিত কোন পেটিকা, মোড়ক, বা অন্য আধারে কোন মিথ্যা চিহ্ন এরূপ যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিচিন্তিত প্রণালীতে দেয় যাহাতে কোন লোক কৃত্যকারীকে বা অন্য ব্যক্তিকে ইহা বিশ্বাস করানো যায় যে, ঐরূপ আধারে সেরূপ দ্রব্যই রহিয়াছে যাহা উহাতে নাই বা ঐ আধারে সেরূপ দ্রব্য নাই যাহা উহাতে রহিয়াছে অথবা ঐ আধারে রক্ষিত দ্রব্য সেরূপ প্রকৃতির বা মানের যাহা উহার সঠিক প্রকৃতি বা মান অপেক্ষা ভিন্ন, সে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় না লইয়াই ঐ কার্য করিয়াছিল—ইহা প্রমাণ না করিলে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৮৮। **ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করিবার জন্য দণ্ড**—যেকেহ অন্তিম পূর্বগামী ধারা দ্বারা প্রতিষিদ্ধ কোন প্রণালীতে ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করে, সে প্রতারণা করিবার অভিপ্রায় না লইয়াই ঐ কার্য করিয়াছিল—ইহা সে প্রমাণ না করিলে, সে এইভাবে দণ্ডিত হইবে যেন সে ঐ ধারাবিরুদ্ধ কোন অপরাধ সংঘটিত করিয়াছিল।

৪৮৯। **হানি ঘটাইবার অভিপ্রায়ে সম্পত্তি-চিহ্ন হেরফের করা**—যেকেহ কোন সম্পত্তি-চিহ্ন অপসারিত করে, বিনষ্ট করে, বিরূপিত করে বা উহাতে কোন কিছু সংযোজিত করে, এই অভিপ্রায় করিয়া বা ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে সে তদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির হানি ঘটাইবে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১। ১৯৫৮-র ৪৩ আইন, ১৩৫ ধারা ও তফসিল দ্বারা, মূল ধারার স্থলে প্রতিস্থাপিত (২৫.১১.১৯৫৯ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।

কারেন্সী-নোট ও ব্যাঙ্ক-নোট বিষয়ে

৪৮৯ক। **কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট মেকীকরণ করা**—যেকেহ কোন কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট মেকীকরণ করে বা জ্ঞাতসারে কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট-এর মেকীকরণ প্রক্রিয়ার যেকোন অংশ সম্পাদন করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারা এবং ৪৮৯খ, [১][৪৮৯গ, ৪৮৯ঘ ও ৪৮৯ঙ] ধারাসমূহের প্রয়োজনার্থে "ব্যাঙ্ক-নোট" বলিতে, চাহিবামাত্র উহার বাহককে অর্থ প্রদানার্থ এরূপ প্রত্যর্থপত্র বা বচনবন্ধ বুঝায় যাহা পৃথিবীর যেকোন অংশে ব্যাঙ্ক ব্যবসায় চালনাকারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক প্রচালিত অথবা কোন রাষ্ট্র বা সার্বভৌম শক্তির দ্বারা বা উহার প্রাধিকারাধীনে প্রচালিত এবং যাহা অর্থের সমতুল্য বা পরিবর্ত হিসাবে ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রেত।

৪৮৯খ। **জাল বা মেকী কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট আসলরূপে ব্যবহার করা**—যেকেহ কোন জাল বা মেকী কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট, উহা জাল বা মেকী বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, অন্য কোন ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে বা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ক্রয় বা গ্রহণ করে অথবা অন্যথা ক্রয়-বিক্রয় করে বা আসলরূপে ব্যবহার করে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৮৯গ। **জাল বা মেকী কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট দখলে রাখা**—যেকেহ কোন জাল বা মেকী কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট, উহা জাল বা মেকী বলিয়া জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, এবং উহা আসলরূপে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে বা আসলরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে এই অভিপ্রায়ে, তাহার দখলে রাখে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৮৯ঘ। **কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট জাল করিবার বা মেকীকরণ করিবার সাধিত্র বা বস্তু প্রস্তুত করা বা দখলে রাখা**—যেকেহ কোন যন্ত্রপাতি, সাধিত্র বা বস্তু, কোন কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট জাল করিবার বা মেকীকরণ করিবার জন্য ব্যবহৃত হইবার উদ্দেশ্যে বা উহা যে তজ্জন্য ব্যবহৃত হইতে অভিপ্রেত তাহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে, প্রস্তুত করে বা প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশ সম্পাদন করে অথবা ক্রয় করে বা বিক্রয় করে বা উহার বিলিব্যবস্থা করে বা উহা তাহার দখলে রাখে, সে যাবজ্জীবন কারাবাসে বা দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৮৯ঙ। **কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোটের সদৃশ দস্তাবেজ প্রস্তুত করা বা ব্যবহার করা**—(১) যেকেহ এরূপ কোন দস্তাবেজ প্রস্তুত করে বা প্রস্তুত করায় অথবা কোনও উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে অথবা কোন ব্যক্তিকে অর্পণ করে যাহা কোন কারেন্সী-নোট বা ব্যাঙ্ক-নোট হইবার জন্য তাৎপর্যিত অথবা কোনওভাবে উহার সদৃশ, বা এতটাই সদৃশ যাহাতে প্রবঞ্চিত করা পরিচিন্তিত, সে এক শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি, যাহার নাম এরূপ কোন দস্তাবেজে থাকে যাহা প্রস্তুত করা (১) উপধারার অধীন কোন অপরাধ সে, যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ দস্তাবেজ মুদ্রিত বা অন্যথা প্রস্তুত হইয়াছিল তাহার নাম ও ঠিকানা কোন পুলিশ আধিকারিকের নিকট প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞাত হইয়াও, বিধিসম্মত কারণ ছাড়াই সেরূপ করিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে, সে দুইশত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় দণ্ডিত হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তির নাম যে দস্তাবেজ সম্পর্কে কোন ব্যক্তি (১) উপধারার অধীন কোন অপরাধে আরোপযুক্ত হইয়াছে সেই দস্তাবেজ অথবা তৎসম্বন্ধে ব্যবহৃত বা বিতরিত অন্য কোন দস্তাবেজে থাকে, সেক্ষেত্রে, বিপরীত প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত, এই প্রাক্‌ধারণা করিতে হইবে যে ঐ ব্যক্তিই দস্তাবেজটি প্রস্তুত করাইয়াছিল।

১। ১৯৫০-এর ৩৫ আইন, ৩ ধারা ও তফসিল ২ দ্বারা "৪৮৯গ ও ৪৮৯ঘ"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ১৯

চাকরির সংবিদার আপরাধিক ভঙ্গ বিষয়ে

৪৯০। **সমুদ্রযাত্রা বা ভ্রমণকালে চাকরির সংবিদা ভঙ্গ**—ওয়ার্কমেন্স ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট (রিপীলিং) অ্যাক্ট, ১৯২৫ (১৯২৫-এর ৩), ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

৪৯১। **অসহায় ব্যক্তিকে পরিচর্যা করিবার ও তাহার প্রয়োজন মিটাইবার সংবিদা ভঙ্গ**—যেকেহ, যে ব্যক্তি অল্প বয়স অথবা মানসিক অসুস্থতা বা কোন রোগ বা শারীরিক দুর্বলতার কারণে অসহায় অথবা তাহার নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে বা তাহার নিজের প্রয়োজন মিটাইতে অক্ষম সেরূপ কোন ব্যক্তিকে পরিচর্যা করিতে বা তাহার প্রয়োজন মিটাইতে বিধিসম্মত সংবিধা দ্বারা আবদ্ধ থাকিয়াও, ঐরূপ করিতে স্বেচ্ছাকৃতভাবে অকৃতি করে, সে তিন মাস পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা দুই শত টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৪৯২। [**ভৃত্যকে প্রভুর খরচে যে দূরবর্তী স্থানে পাঠানো হয় সেই দূরবর্তী স্থানে সেবা করিবার সংবিদা ভঙ্গ**] ওয়ার্কমেন্স ব্রীচ অফ কন্ট্রাক্ট (রিপীলিং) অ্যাক্ট, ১৯২৫ (১৯২৫-এর ৩), ২ ধারা ও তফসিল দ্বারা নিরসিত।

অধ্যায় ২০

বিবাহ সংক্রান্ত অপরাধ বিষয়ে

৪৯৩। **বিধিসম্মত বিবাহের বিশ্বাস প্রবঞ্চনাপূর্বক উদ্রেক করাইয়া কোন পুরুষ কর্তৃক ঘটিত সহবাস**—এরূপ প্রত্যেক পুরুষ যে, যে নারী তাহার সহিত বিধিসম্মতভাবে বিবাহিতা নহে, সেই নারীকে প্রবঞ্চনা দ্বারা এরূপ বিশ্বাস করায় যে সেই নারী তাহার সহিত বিধিসম্মতভাবে বিবাহিতা এবং ঐ বিশ্বাসে সেই নারীকে তাহার সহিত সহবাস বা যৌনসঙ্গমে প্রবৃত্ত করায়, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৯৪। **স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় পুনরায় বিবাহ করা**—যেকেহ স্বামী বা স্ত্রী জীবিত থাকিতে বিবাহ করে, যেক্ষেত্রে ঐ বিবাহ ঐ স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় হইবার কারণে বাতিল, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যতিক্রম—এই ধারা, ঐরূপ স্বামী বা স্ত্রীর সহিত যে ব্যক্তির বিবাহ সক্ষম ক্ষেত্রাধিকারসম্পন্ন কোন আদালত কর্তৃক বাতিল বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে সেরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি,

অথবা যে ব্যক্তি পূর্বের স্বামী বা স্ত্রীর জীবদ্দশায় কোন বিবাহ করে সেরূপ কোন ব্যক্তির প্রতি প্রসারিত হইবে না, যদি ঐ স্বামী বা স্ত্রী পরবর্তী বিবাহের সময় ঐ ব্যক্তির নিকট হইতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাত বৎসর ধরিয়া অনুপস্থিত থাকে এবং ঐ সময়ের মধ্যে সে জীবিত আছে বলিয়া ঐ ব্যক্তি শুনিয়া না থাকে, তবে যে ব্যক্তি ঐ পরবর্তী বিবাহ করে সে ঐ বিবাহ সম্পন্ন হইবার পূর্বে, যাহার সহিত ঐ বিবাহ হইবে তাহাকে প্রকৃত তথ্যগত অবস্থা তাহার যতটুকু জানা আছে তাহা অবশ্য জানাইবে।

৪৯৫। **একই অপরাধ, তৎসহ যে ব্যক্তির সহিত পরবর্তী বিবাহ হইতেছে তাহার নিকট পূর্বের বিবাহ গোপন করা**—যেকেহ, যে ব্যক্তির সহিত পরবর্তী বিবাহ হইতেছে সেই ব্যক্তির নিকট পূর্বের বিবাহের তথ্য গোপন করিয়া, পূর্ববর্তী অন্তিম ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করে, সে দশ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৯৬। **বিধিসম্মত বিবাহ ব্যতিরেকে প্রতারণাপূর্বক বিবাহ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন করা**—যেকেহ বিবাহিত হইবার অনুষ্ঠান অসাধুভাবে বা প্রতারণামূলক অভিপ্রায় লইয়া নিষ্পন্ন করে ইহা জানিয়া যে সে তদ্দ্বারা বিধিসম্মতভাবে বিবাহিত হয় নাই, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

৪৯৭। **ব্যভিচার**—যেকেহ, যে ব্যক্তি অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী এবং যাহাকে অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সেই ব্যক্তির সহিত, ঐ অন্য পুরুষের সম্মতি বা মৌনসম্মতি ব্যতিরেকে, যৌনসঙ্গম করে সে, ঐরূপ যৌনসঙ্গম ধর্ষণের অপরাধের পর্যায়ভুক্ত না হওয়ায়, ব্যভিচারের অপরাধে দোষী হইবে এবং পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে স্ত্রী অপসহায়তাকারীরূপে দণ্ডনীয় হইবে না।

৪৯৮। **কোন বিবাহিত নারীকে আপরাধিক অভিপ্রায় লইয়া প্রলুব্ধ করা, হরণ করা বা আটক রাখা**—যেকেহ, যে নারী অন্য কোনও পুরুষের স্ত্রী এবং যাহাকে অন্য কোন পুরুষের স্ত্রী বলিয়া সে জানে বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, সেই নারীকে, যাহাতে সে যেকোন ব্যক্তির সহিত অবৈধ সঙ্গমে লিপ্ত হইতে পারে এই অভিপ্রায় লইয়া ঐ পুরুষের নিকট হইতে অথবা ঐ পুরুষের পক্ষে যে ব্যক্তি ঐ নারীর তত্ত্বাবধান করে তাহার নিকট হইতে লইয়া যায় বা প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া যায় অথবা ঐ অভিপ্রায় লইয়া ঐরূপ কোন নারীকে লুকাইয়া রাখে বা আটক রাখে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

[১][অধ্যায় ২০ক

স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় কর্তৃক নিষ্ঠুরতা বিষয়ে

৪৯৮ক। **কোন নারীর স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় কর্তৃক ঐ নারীর উপর নিষ্ঠুরতা**—যেকেহ কোন নারীর স্বামী বা স্বামীর আত্মীয় হইয়া ঐ নারীর উপর নিষ্ঠুরতা করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যাখ্যা—এই ধারার প্রয়োজনার্থে "নিষ্ঠুরতা" বলিতে বুঝায়—

(ক) কোন ইচ্ছাকৃত আচরণ, যাহা এরূপ প্রকৃতির যে তাহা সম্ভাব্যত ঐ নারীকে আত্মহত্যা করিতে প্রেরিত করিবে অথবা ঐ নারীর জীবন, অঙ্গ বা স্বাস্থের (শারীরিক বা মানসিক যাহাই হউক) গুরুতর হানি বা বিপদ ঘটাইবে, অথবা

(খ) ঐ নারীর হয়রানি, যেক্ষেত্রে ঐরূপ হয়রানি ঐ নারীকে বা তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোন ব্যক্তিকে পীড়ন করিয়া কোন সম্পত্তি বা মূল্যবান প্রতিভূতির জন্য বিধিবিরুদ্ধ চাহিদা মিটাইতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে হয় অথবা ঐ নারী বা তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত কোন ব্যক্তি ঐরূপ চাহিদা মিটাইতে ব্যর্থ হইবার কারণে হয়।]

অধ্যায় ২১

মানহানি বিষয়ে

৪৯৯। **মানহানি**—যেকেহ কথিত অথবা পড়িবার জন্য অভিপ্রেত শব্দ দ্বারা অথবা চিহ্নের দ্বারা বা দৃশ্যমান প্রতিরূপণ দ্বারা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন অপবাদ দেয় বা প্রকাশিত করে এই অভিপ্রায়ে যে সে ঐ ব্যক্তির খ্যাতির অপহানি করিবে অথবা ইহা জানিয়া বা তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতে যে ঐ অপবাদ ঐ ব্যক্তির খ্যাতির অপহানি করিবে, সে, অতঃপর অত্র ব্যতিক্রান্ত ক্ষেত্রসমূহে ব্যতীত, ঐ ব্যক্তির মানহানি করে বলা হয়।

১। ১৯৮৩-র ৪৬ আইন, ২ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

ব্যাখ্যা ১—কোন প্রয়াত ব্যক্তি সম্পর্কে এরূপ কোনও অপবাদ দেওয়া মানহানির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে যদি ঐ অপবাদ, ঐ ব্যক্তি জীবিত থাকিলে, তাহার খ্যাতির অপহানি ঘটাইত এবং তাহা তাহার পরিবার বা অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের অনুভূতিকে আহত করিবার জন্য অভিপ্রেত হয়।

ব্যাখ্যা ২—কোন কোম্পানি বা ব্যক্তিপরিমেল বা ব্যক্তিসমষ্টিকে তদ্রূপে কোন অপবাদ দেওয়া মানহানির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৩—বিকল্প রূপের বা শ্লেষাত্মকভাবে ব্যক্ত কোন অপবাদ মানহানির পর্যায়ভুক্ত হইতে পারে।

ব্যাখ্যা ৪—কোনও অপবাদ কোন ব্যক্তির খ্যাতির অপহানি করে বলা হয় না যদি না ঐ অপবাদ, প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে, অন্যের বিবেচনায় ঐ ব্যক্তির নৈতিক বা বৌদ্ধিক চরিত্র অবনমিত করে অথবা ঐ ব্যক্তির জাতি বা বৃত্তি সম্পর্কে তাহার চরিত্র অবনমিত করে অথবা ঐ ব্যক্তির বিশ্বসনীয়তা অবনমিত করে অথবা ইহা বিশ্বাস করায় যে ঐ ব্যক্তির শরীর ঘৃণাজনক অবস্থায় আছে বা এরূপ অবস্থায় আছে যাহা লজ্জাজনক বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক বলে, "য একজন সৎলোক ; সে কখনও খ-এর ঘড়ি চুরি করে নাই"—ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে য-ই খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে। ইহা মানহানি হয় যদি না উহা ব্যতিক্রমসমূহের যেকোন একটির অন্তর্গত হয়।

(খ) ক-কে জিজ্ঞাসা করা হইল কে খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে। ক য-কে দেখাইয়া দেয় ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে য খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে। ইহা মানহানি হয় যদি না উহা ব্যতিক্রমসূহের যেকোন একটির অন্তর্গত হয়।

(গ) খ-এর ঘড়ি লইয়া য-এর পলায়নরত অবস্থার একটি ছবি ক অঙ্কন করে ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে যে য খ-এর ঘড়ি চুরি করিয়াছে। ইহা মানহানি হয় যদি না উহা ব্যতিক্রমসমূহের যেকোন একটির অন্তর্গত হয়।

প্রথম ব্যতিক্রম—**সত্য অপবাদ যাহা জনকল্যাণে আরোপ করা বা প্রকাশিত করা আবশ্যক**—যাহা কোন ব্যক্তি সম্পর্কে সত্য সেই অপবাদ দেওয়া মানহানি হয় না যদি জনকল্যাণে ঐ অপবাদ আরোপ করা বা প্রকাশিত করা উচিত হয়। উহা জনকল্যাণে কিনা তাহা তথ্যগত প্রশ্ন।

দ্বিতীয় ব্যতিক্রম—**লোক কৃত্যকারিগণের লোক কৃত্যাচরণ**—কোন লোক কৃত্যকারীর লোক কৃত্যসমূহ সম্পাদনে তাঁহার আচরণ সম্পর্কে অথবা যতদূর তাঁহার চরিত্র ঐ আচরণে প্রতীয়মান হয় ততদূর, এবং তাহার অধিক নয়, তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোনও অভিমত সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করা মানহানি হয় না।

তৃতীয় ব্যতিক্রম—**কোন ব্যক্তির কোন সার্বজনিক প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট আচরণ**—কোন ব্যক্তির কোন সার্বজনিক প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট আচরণ সম্পর্কে এবং যতদূর তাঁহার চরিত্র ঐ আচরণে প্রতীয়ান হয় ততদূর, এবং তাহার অধিক নয়, তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোনও অভিমত সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করা মানহানি হয় না।

দৃষ্টান্ত

কোন সার্বজনিক প্রশ্ন সম্পর্কে সরকারের নিকট দরখাস্ত করায়, কোন সার্বজনিক প্রশ্নে সভা আহ্বানের জন্য অধিযাচন পত্রে স্বাক্ষর করায়, ঐরূপ সভায় সভাপতিত্ব করায় বা উপস্থিত থাকায়, জনসমর্থন আহ্বান করে এরূপ কোন সমিতি গঠন করায় বা উহাতে যোগদান করায়, যে পদের কর্তব্যের দক্ষ সম্পাদনে জনসাধারণ স্বার্থান্বিত সেরূপ কোন পদে কোন বিশেষ প্রার্থী ভোট দেওয়ায় বা তাহার জন্য ভোট যাচ্ঞা করায় য-এর যে আচরণ, তৎসম্পর্কে ক-এর কোনও অভিমত সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করা মানহানি হয়।

চতুর্থ ব্যতিক্রম—**আদালতের কার্যবাহের প্রতিবেদন প্রকাশ**—কোন ন্যায় আদালতের কার্যবাহের অথবা ঐরূপ কোন কার্যবাহের ফলাফলের সারতঃ সত্য প্রতিবেদন প্রকাশ করা মানহানি হয় না।

ব্যাখ্যা—কোন জাস্টিস অফ দি পিস বা অন্য আধিকারিক যখন কোন ন্যায় আদালতে বিচারের পূর্বের প্রারম্ভিক অনুসন্ধান প্রকাশ্য আদালতে অনুষ্ঠিত করেন, তখন তিনি উপরোক্ত ধারার অর্থে একটি আদালত।

পঞ্চম ব্যতিক্রম—**আদালতের মীমাংসিত মামলার গুণাগুণ অথবা সাক্ষী ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যের আচরণ**—দেওয়ানী বা ফৌজদারী কোনও মামলা যাহা কোন ন্যায় আদালত কর্তৃক মীমাংসিত হইয়াছে তাহার গুণাগুণ সম্পর্কে, অথবা ঐরূপ কোন মামলায় কোন পক্ষ, সাক্ষী বা এজেন্ট রূপে কোন ব্যক্তির আচরণ সম্পর্কে, অথবা যতদূর ঐ ব্যক্তির চরিত্র তাঁহার ঐ আচরণে প্রতীয়মান হয় ততদূর, এবং তাহার অধিক নয়, তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোনও অভিমত সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করা মানহানি হয় না।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক বলে—"আমি মনে করি ঐ বিচারে য-এর সাক্ষ্য এরূপ স্ববিরোধী যে সে নিশ্চয়ই নির্বোধ বা অসৎ"। যদি ক ইহা সরল বিশ্বাসে বলে, তাহা হইলে, ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়, যেহেতু সে যে অভিমত ব্যক্ত করে তাহা একজন সাক্ষী হিসাবে য-এর আচরণে য-এর চরিত্র যতদূর প্রতীয়মান হয় ততদূর সম্পর্কে, এবং তাহার অধিক নয়।

(খ) কিন্তু যদি ক বলে—"য ঐ বিচারে যাহা দৃঢ়তাসহ বলিয়াছে তাহা আমি বিশ্বাস করি না, কারণ আমি জানি যে সে সত্য কথা বলিবার লোক নয়" ; ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয় না, যেহেতু সে য-এর চরিত্র সম্পর্কে যে অভিমত ব্যক্ত করে তাহা একজন সাক্ষী হিসাবে য-এর আচরণের ভিত্তিতে করা হয় নাই।

ষষ্ঠ ব্যতিক্রম—**প্রকাশ্য কৃতির গুণাগুণ**—কোন কৃতি যাহা উহার স্রষ্টা জনগণের বিচারের জন্য উপস্থাপিত করিয়াছেন তাহার গুণাগুণ সম্পর্কে বা যতদূর ঐ স্রষ্টার চরিত্র ঐ কৃতিতে প্রতীয়মান হয় ততদূর, এবং তাহার অধিক নয়, তাঁহার চরিত্র সম্পর্কে কোন অভিমত সরল বিশ্বাসে ব্যক্ত করা মানহানি হয় না।

ব্যাখ্যা—কোন কৃতি জনগণের নিকট বিচারের জন্য ব্যক্তভাবে উপস্থাপিত হইতে পারে অথবা, কারয়িতা যে কার্য জনগণের বিচারের জন্য ঐরূপ উপস্থাপনে বিবক্ষিত, তদ্দ্বারা উপস্থাপিত হইতে পারে।

দৃষ্টান্ত

(ক) কোন ব্যক্তি যিনি কোন পুস্তক প্রকাশ করেন তিনি ঐ পুস্তক জনগণের নিকট বিচারের জন্য উপস্থাপন করেন।

(খ) কোন ব্যক্তি যিনি জনসমক্ষে কোন ভাষণ দেন তিনি ঐ ভাষণ জনগণের নিকট বিচারের জন্য উপস্থাপন করেন।

(গ) কোন অভিনেতা বা গায়ক যিনি প্রকাশ্য মঞ্চে অবতীর্ণ হন তিনি তাঁহার অভিনয় বা গান জনগণের নিকট বিচারের জন্য উপস্থাপন করেন।

(ঘ) ক য কর্তৃক প্রকাশিত কোন পুস্তক সম্পর্কে বলে, "য-এর পুস্তকটি মূর্খতাদুষ্ট ; য নিশ্চয়ই একজন দুর্বল লোক। য-এর পুস্তকটি কুরুচিপূর্ণ ; য নিশ্চয়ই একজন অপরিচ্ছন্ন মনের পুরুষ।" ক যদি ইহা সরল বিশ্বাসে বলে, তাহা হইলে, ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়, যেহেতু, যে অভিমত সে য-এর সম্পর্কে ব্যক্ত করিয়াছে তাহা কেবল যতদূর য-এর চরিত্র য-এর পুস্তকে প্রতীয়মান হয় ততদূর সম্পর্কে, এবং তাহার অধিক নয়।

(ঙ) কিন্তু ক যদি বলে, "আমি বিস্মিত নই যে য-এর পুস্তকটি মূর্খতাদুষ্ট ও কুরুচিপূর্ণ কারণ সে একজন দুর্বল পুরুষ ও লম্পট।" ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হইবে না, যেহেতু, যে অভিমত সে য-এর চরিত্র সম্পর্কে ব্যক্ত করিয়াছে তাহা য-এর পুস্তকের ভিত্তিতে করা হয় নাই।

সপ্তম ব্যতিক্রম—**অন্য কাহারও উপর বিধিসম্মত প্রাধিকারসম্পন্ন ব্যক্তি কর্তৃক সরল বিশ্বাসে কৃত তিরস্কার**—অন্য কাহারও উপর, বিধি দ্বারা প্রদত্ত বা ঐ অন্য কাহারও সহিত কৃত কোন বিধিসম্মত সংবিদা হইতে উদ্ভূত, কোন প্রাধিকার যে ব্যক্তির থাকে সে, যে বিষয়ের সহিত ঐরূপ বিধিসম্মত প্রাধিকার সম্পর্কিত, সেই বিষয়ে ঐ অন্যের আচরণ সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে কোন পরিনিন্দা করিলে মানহানি হয় না।

দৃষ্টান্ত

কোন জজ কোন সাক্ষীর আচরণ বা আদালতের কোন আধিকারিকের আচরণ সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে ; কোন বিভাগীয় প্রধান তাঁহার আদেশাধীনে যাঁহারা আছেন তাঁহাদের সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে ; কোন পিতা বা মাতা ছেলে বা মেয়েকে অন্য ছেলেমেয়েদের উপস্থিতিতে সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে ; কোন বিদ্যালয় শিক্ষক যিনি কোন ছাত্রের পিতা বা মাতার নিকট হইতে প্রাধিকারপ্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি সেই ছাত্রকে অন্যান্য ছাত্রের উপস্থিতিতে সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে ; কোন প্রভু সেবাকার্যের শিথিলতার জন্য কোন ভৃত্যকে সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে ; কোন ব্যাঙ্কার, তাঁহার ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষকে, ঐরূপ কোষাধ্যক্ষরূপে ঐ কোষাধ্যক্ষের আচরণ সম্পর্কে সরল বিশ্বাসে তিরস্কার করিলে—তাহা এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়।

অষ্টম ব্যতিক্রম—**প্রাধিকৃত ব্যক্তির নিকট সরল বিশ্বাসে কৃত অভিযোগ**—কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে, কোন অভিযোগের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ঐ ব্যক্তির উপর যাহাদের বিধিসম্মত প্রাধিকার আছে, তাহাদের কাহারও নিকট সরল বিশ্বাসে ঐ অভিযোগ করা মানহানি হয় না।

দৃষ্টান্ত

যদি ক কোন ম্যাজিস্ট্রেটের সমক্ষে সরল বিশ্বাসে য-কে অভিযুক্ত করে ; যদি ক জনৈক ভৃত্য য-এর আচরণ সম্পর্কে য-এর প্রভুর নিকট সরল বিশ্বাসে নালিশ করে ; যদি ক জনৈক শিশু য-এর আচরণ সম্পর্কে য-এর পিতার নিকট সরল বিশ্বাসে নালিশ করে, তাহা হইলে, ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়।

নবম ব্যতিক্রম—**কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিজের বা অন্যের স্বার্থরক্ষার্থে সরল বিশ্বাসে প্রদত্ত অপবাদ**—অন্যের চরিত্র সম্পর্কে কোন অপবাদ দেওয়া মানহানি হয় না, তবে যেন ঐ অপবাদ অপবাদপ্রদানকারী ব্যক্তির বা অন্য কোন ব্যক্তির স্বার্থরক্ষার জন্য বা জনকল্যাণের জন্য সরল বিশ্বাসে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত

(ক) জনৈক দোকানদার ক তাহার ব্যবসায় পরিচালনাকারী খ-কে বলে, "য তোমায় নগদ অর্থ না দিলে তাহাকে কিছুই বিক্রয় করিবে না কারণ তাহার সততার সপক্ষে আমার কোন অভিমত নাই।" ক যদি নিজের স্বার্থরক্ষার্থে য সম্পর্কে এই অপবাদ সরল বিশ্বাসে প্রদান করিয়া থাকে তাহা হইলে সে এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়।

(খ) জনৈক ম্যাজিস্ট্রেট ক তাঁহার স্বীয় ঊর্ধ্বতন আধিকারিকের নিকট প্রতিবেদনে য-এর চরিত্র সম্পর্কে অপবাদ দেয়। এস্থলে, যদি ঐ অপবাদ সরল বিশ্বাসে ও জনকল্যাণের জন্য প্রদত্ত হয়, তাহা হইলে, ক এই ব্যতিক্রমের অন্তর্গত হয়।

দশম ব্যতিক্রম—**যে ব্যক্তিকে সতর্ক করা হইয়াছে, সেই ব্যক্তির কল্যাণের জন্য বা জনকল্যাণের জন্য অভিপ্রেত সতর্কীকরণ**—কোন ব্যক্তিকে অন্যের বিরুদ্ধে সরল বিশ্বাসে সতর্ক করা মানহানি হয় না, তবে যেন ঐরূপ সতর্কীকরণ, যে ব্যক্তিকে সতর্ক করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির বা ঐ ব্যক্তি যে ব্যক্তির সহিত স্বার্থান্বিত সেই ব্যক্তির কল্যাণের জন্য অথবা জনকল্যাণের জন্য অভিপ্রেত হইয়া থাকে।

৫০০। **মানহানির জন্য দণ্ড**—যেকেহ অন্যের মানহানি করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৫০১। **মানহানিকর বলিয়া জ্ঞাত বিষয় মুদ্রিত বা ক্ষোদিত করা**—যেকেহ কোন বিষয় মুদ্রিত করে বা ক্ষোদিত করে ইহা জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার উত্তম কারণ থাকিতে যে ঐ বিষয় কোন ব্যক্তির পক্ষে মানহানিকর, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৫০২। **মানহানিকর বিষয়সম্বলিত মুদ্রিত বা ক্ষোদিত সামগ্রী বিক্রয়**—যেকেহ মানহানিকর বিষয়সম্বলিত কোন মুদ্রিত বা ক্ষোদিত সামগ্রী বিক্রয় করে বা বিক্রয়ের জন্য প্রস্থাপন করে ইহা জানিয়া যে উহা ঐরূপ বিষয়সম্বলিত, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ২২

আপরাধিক উৎত্রাসন, অপমান ও বিরক্তি বিষয়ে

৫০৩। **আপরাধিক উৎত্রাসন**—যেকেহ অন্য কোন ব্যক্তিকে, ঐ ব্যক্তির শরীর, খ্যাতি বা সম্পত্তির অথবা, যাহার সহিত ঐ ব্যক্তি স্বার্থান্বিত, সেরূপ কাহারও শরীর বা খ্যাতির কোন হানি হওয়ার ভীতি প্রদর্শন করে এই অভিপ্রায় লইয়া যে সে ঐ ব্যক্তির শঙ্কা ঘটাইবে অথবা, ঐরূপ ভীতি কার্যান্বিত করা এড়াইবার উপায় হিসাবে, ঐ ব্যক্তিকে দিয়া, যে কার্য করিতে সে বৈধভাবে বাধ্য নহে, সেই কার্য করাইবে অথবা, যে কার্য করিতে সে বৈধভাবে অধিকারপ্রাপ্ত, সেই কার্য করিতে অকৃতি করাইবে, সে আপরাধিক উৎত্রাসন সংঘটিত করে।

ব্যাখ্যা—কোন প্রয়াত ব্যক্তির খ্যাতির হানি করণার্থ ভীতি প্রদর্শন, যে প্রয়াত ব্যক্তির সহিত ভীতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বার্থান্বিত, এই ধারার অন্তর্গত হয়।

দৃষ্টান্ত

ক, খ-কে কোন দেওয়ানী মোকদ্দমা চালাইয়া যাওয়া হইতে বিরত থাকিবার জন্য প্ররোচিত করিবার উদ্দেশ্যে, খ-এর বাড়ি জ্বালাইয়া দিবার ভীতি প্রদর্শন করে। ক আপরাধিক উৎত্রাসনের জন্য দোষী।

৫০৪। **শান্তিভঙ্গ করণার্থ উৎক্ষোভন দানের অভিপ্রায় লইয়া সাভিপ্রায় অপমান**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে সাভিপ্রায়ে অপমান করে এবং তদ্দ্বারা তাহাকে উৎক্ষোভন দান করে এই অভিপ্রায় লইয়া ও ইহা সম্ভাব্য জানিয়া যে ঐরূপ উৎক্ষোভন তাহাকে দিয়া লোক-শান্তি ভঙ্গ করাইবে বা অন্য কোন অপরাধ সংঘটিত করাইবে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৫০৫। **লোক অনিষ্টকরণের সহায়ক বিবৃতি**—[১][(১)] যেকেহ—

(ক) ভারতের স্থল, নৌ বা বিমান বাহিনীর কোন আধিকারিক, সৈনিক, নাবিক বা বৈমানিকের দ্বারা বিদ্রোহ ঘটাইবার অথবা ঐ পদাধিকারীরূপে তাঁহার কর্তব্যে অন্যথা অবহেলা বা বিচ্যুতি ঘটাইবার অভিপ্রায় লইয়া বা সম্ভাব্যতঃ ঘটাইবে এরূপ, বা

(খ) জনসাধারণের অথবা জনসাধারণের কোন অংশের এরূপ ভয় বা শঙ্কা যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তি রাষ্ট্রের বা লোক-প্রশান্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে প্ররোচিত হইতে পারে, তাহা ঘটাইবার অভিপ্রায় লইয়া বা সম্ভাব্যতঃ ঘটাইবে এরূপ, অথবা

(গ) ব্যক্তিসমূহের কোন এক শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে অন্য কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটিত করিতে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায় লইয়া বা সম্ভাব্যতঃ উত্তেজিত করিতে পারে এরূপ,

কোন বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন তৈয়ারী, প্রকাশ বা প্রচার করে, সে [২][তিন বৎসর] পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

১। ১৯৬৯-এর ৩৫ আইন, ৩ ধারা দ্বারা, ৫০৫ ধারা ঐ ধারার (১) উপধারা রূপে পুনঃসংখ্যাত হইয়াছিল।

২। ১৯৬১-র ৪১ আইন, ৪ ধারা দ্বারা, "দুই বৎসর"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[১][(২) **শ্রেণীসমূহের মধ্যে বৈরিতা, ঘৃণা বা অসূয়া সৃষ্টিকারক বা সংপ্রবর্তক বিবৃতি**—যেকেহ ধর্ম, প্রজাতি, জন্মস্থান, বাসস্থান, ভাষা, জাতি বা সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোনও ভিত্তিতে বিভিন্ন ধর্মীয়, প্রজাতিগত, ভাষাভিত্তিক বা আঞ্চলিক গোষ্ঠী বা জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরিতা, ঘৃণা বা অসূয়ার মনোভাব সৃষ্টি বা সংপ্রবর্তন করিবার অভিপ্রায় লইয়া বা যাহা সম্ভাব্যত সৃষ্টি বা সংপ্রবর্তন করিবে এরূপ গুজব অথবা শংকাপ্রদ সংবাদ সম্বলিত কোন বিবৃতি বা প্রতিবেদন তৈয়ারী, প্রকাশ বা প্রচার করে, সে তিন বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

(৩) **উপাসনাস্থান ইত্যাদিতে সংঘটিত (২) উপধারার অধীন অপরাধ**—যেকেহ কোন উপাসনাস্থানে অথবা ধর্মীয় উপাসনা বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পাদনায় রত কোন সমাবেশে (২) উপধারায় বিনির্দিষ্ট কোন অপরাধ সংঘটিত করে, সে পাঁচ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডিত হইবে এবং জরিমানারও দায়িতাধীন হইবে।

ব্যতিক্রম—যখন ঐরূপ বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন তৈয়ারী, প্রকাশ বা প্রচার করে এরূপ ব্যক্তির ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে ঐরূপ বিবৃতি, গুজব বা প্রতিবেদন সত্য এবং সে উহা সরল বিশ্বাসে ও যথা-পূর্বোক্ত ঐরূপ কোনও অভিপ্রায় ব্যতিরেকে তৈয়ারী, প্রকাশ বা প্রচার করে, তখন তাহা এই ধারার অর্থে কোন অপরাধের পর্যায়ভুক্ত হয় না।]

৫০৬। **আপরাধিক উৎত্রাসনের জন্য দণ্ড**—যেকেহ আপরাধিক উৎত্রাসনের অপরাধ সংঘটিত করে, সে দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

যদি ভীতি প্রদর্শন মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ইত্যাদি ঘটানোর জন্য হয়—যদি ঐ ভীতি প্রদর্শন মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত ঘটানোর জন্য বা আগুন দ্বারা কোন সম্পত্তির বিনাশ ঘটানোর জন্য অথবা মৃত্যুদণ্ডে বা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ ঘটানোর জন্য অথবা কোন নারীর উপর অসতীত্ব আরোপ করিবার জন্য হয়, তাহা হইলে, সে সাত বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৫০৭। **বেনামী সংজ্ঞাপন দ্বারা আপরাধিক উৎত্রাসন**—যেকেহ আপরাধিক উৎত্রাসনের অপরাধ কোন বেনামী সংজ্ঞাপন দ্বারা অথবা যে ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ ভীতি প্রদর্শন হয় সেই ব্যক্তির নাম বা আবাস গোপন করিবার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া অপরাধ সংঘটিত করে, সে, অন্তিম পূর্ববর্তী ধারার দ্বারা ব্যবস্থিত দণ্ডের অতিরিক্ত, দুই বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের দুই প্রকারের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে দণ্ডিত হইবে।

৫০৮। **কোন ব্যক্তিকে, সে দৈব অসন্তোষের পাত্র হইয়া পড়িবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করিয়া ঘটানো কার্য**—যেকেহ কোন ব্যক্তিকে, যদি সেই ব্যক্তি, অপরাধকারীর তাহাকে দিয়া যাহা করানো উদ্দেশ্য, তাহা না করে, অথবা যদি সে অপরাধকারীর তাহাকে দিয়া যাহা করিতে অকৃতি করানো উদ্দেশ্য তাহা করে, তাহা হইলে, সে বা তাহার সহিত স্বার্থান্বিত কোন ব্যক্তি অপরাধকারীর কোন কার্যের দ্বারা দৈব অসন্তোষের পাত্র হইবে বা হইয়া পড়িবে, ইহা বিশ্বাস করিতে প্ররোচিত করিয়া বা প্ররোচিত করিবার প্রচেষ্টা করিয়া স্বেচ্ছাকৃতভাবে সেই ব্যক্তিকে দিয়া যাহা করিতে সেই ব্যক্তি বিধিগতভাবে বাধ্য নহে এরূপ কোন কিছু করায় অথবা যাহা সে করিতে বিধিগতভাবে অধিকারী সেরূপ কোন কিছু করিতে অকৃতি করায়, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের যেকোন একপ্রকার কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক ইহা বিশ্বাস করাইবার অভিপ্রায়ে য-এর দরজায় ধর্ণা দেয় যে ঐরূপে বসিয়া সে য-কে দৈব অসন্তোষের পাত্রে পরিণত করিবে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

১। ১৯৬৯-এর ৩৫ আইন, ৩ ধারা দ্বারা সন্নিবেশিত।

(খ) ক এই বলিয়া য-কে ভীতি প্রদর্শন করে যে যদি য বিশেষ একটি কার্য না করে, তাহা হইলে, ক তাহার নিজেরই শিশুসন্তানদের একজনকে এরূপ পরিস্থিতিতে নিধন করিবে যে ঐ নিধনের ফলে এই বিশ্বাস জন্মাইবে যে য কোন দৈব অসন্তোষের পাত্র হইয়া পড়িবে। ক এই ধারায় পরিভাষিত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছে।

৫০৯। **নারীর শ্লীলতা ক্ষুণ্ণ করিতে অভিপ্রেত শব্দ, অঙ্গভঙ্গি বা কার্য**—যেকেহ, কোন নারীর শ্লীলতা ক্ষুণ্ণ করিবার অভিপ্রায়ে, কোন শব্দ উচ্চারণ করে, কোন আওয়াজ বা অঙ্গভঙ্গি করে, বা কোন বস্তু প্রদর্শন করে এই অভিপ্রায়ে যে ঐ নারী শব্দ বা আওয়াজ শুনিতে পাইবে বা ঐরূপ অঙ্গভঙ্গি বা বস্তু দেখিতে পাইবে, অথবা ঐ নারীর একান্ততা ক্ষুণ্ণ করে, সে এক বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

৫১০। **মাতাল ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশ্যে অসদাচরণ**—যেকেহ মত্ত অবস্থায় প্রকাশ্য স্থানে, বা যে স্থানে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে অনধিকার-প্রবেশ সেরূপ কোন স্থানে, উপস্থিত হয় এবং সেখানে কোন ব্যক্তির বিরক্তি ঘটে এরূপ আচরণ করে, সে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অশ্রম কারাবাসে বা দশ টাকা পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

অধ্যায় ২৩

অপরাধ সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টা বিষয়ে

৫১১। **যাবজ্জীবন কারাবাসে বা অন্য কারাবাসে দণ্ডনীয় অপরাধ সংঘটিত করিবার প্রচেষ্টার জন্য দণ্ড**—যেকেহ এই সংহিতার দ্বারা যাবজ্জীবন কারাবাসে বা কারাবাসে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংঘটিত করিবার বা করাইবার প্রচেষ্টা করে এবং ঐরূপ প্রচেষ্টায় ঐ অপরাধ সংঘটনের অনুকূলে কোন কার্য করে সে, যেক্ষেত্রে ঐরূপ প্রচেষ্টার জন্য দণ্ডের কোন ব্যক্ত বিধান এই সংহিতার দ্বারা করা হয় নাই সেক্ষেত্রে, [১][ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত যেকোন প্রকারের, যাবজ্জীবন কারাবাসের অর্ধেক পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের অথবা, স্থলবিশেষে, ঐ অপরাধের জন্য ব্যবস্থিত কারাবাসের দীর্ঘতম মেয়াদের অর্ধেক পর্যন্ত প্রসারিত হইতে পারে এরূপ মেয়াদের কারাবাসে] বা ঐ অপরাধের জন্য যেরূপ ব্যবস্থিত আছে সেরূপ জরিমানায় বা উভয়থা দণ্ডিত হইবে।

দৃষ্টান্ত

(ক) ক একটি বাক্স ভাঙিয়া খুলিয়া কিছু রত্ন চুরি করিবার প্রচেষ্টা করে এবং বাক্সটি ঐরূপে খুলিবার পর দেখে যে উহাতে কোন রত্ন নাই। সে চুরি সংঘটনের অনুকূলে কার্য করিয়াছে এবং সেইহেতু সে এই ধারা অনুযায়ী দোষী।

(খ) ক য-এর পকেটের মধ্যে হাত ঢুকাইয়া য-এর পকেট মারিবার প্রচেষ্টা করে। য-এর পকেটে কিছু না থাকিবার ফলে ক-এর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ক এই ধারা অনুযায়ী দোষী।

১। ১৯৫৫-র ২৬ আইন, ১১৭ ধারা ও তফসিল দ্বারা, কতিপয় মূল শব্দের স্থলে প্রতিস্থাপিত (১.১.১৯৫৬ হইতে কার্যকারিতাক্রমে)।